পাকবধ

রবিবার মহিলা বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারাল ভারত। ৮৮ রানে জয় ছিনিয়ে নিলেন হরমনপ্রীতরা। ভারত পাকিস্তানের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দেয় ২৪৮। ১৫৯ রানেই শেষ পাক-ইনিংস

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

দক্ষিণে হলুদ সতর্কতা

দক্ষিণেও জারি হলুদ সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে। আলিপুরদুয়ারে সব থেকে বেশি বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। ২০০ মিলির বেশি বৃষ্টি হতে পারে

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, চালকের তৎপরতায় রক্ষা

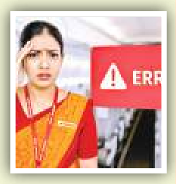

ত্রিপুরার ডিটেনশন সেন্টার থেকে পালাল ১৮ বাংলাদেশি

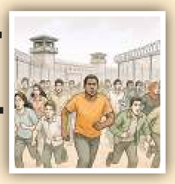

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩০ • ৬ অক্টোবর, ২০২৫ • ১৯ আশ্বিন ১৪৩২ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 130 • JAGO BANGLA • MONDAY • 6 OCTOBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

লাগাতার বৃষ্টি-ধসে বিধ্বস্ত পাহাড় • কেন্দ্রের কারণেই বিপর্যয়

আজ উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত পাহাড়-সহ তরাই-ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃষ্টি ও ধসের কবলে পড়ে দার্জিলিং, সুখিয়া পোখরি, মিরিক, দুধিয়া এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি যা তাতে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা ৩টে নাগাদ পৌঁছবেন তিনি। সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন বিপর্যস্ত এলাকা। ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের তরফে উদ্ধারকাজ-সহ ত্রাণবণ্টন শুরু হয়েছে। বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরানো হচ্ছে বাসিন্দাদের। উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। সেইসঙ্গে ভুটান পাহাড় থেকে নামছে জল। তাতে বিপদ বেড়েছে তরাই-ডুয়ার্সের। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

একনজরে পদক্ষেপ

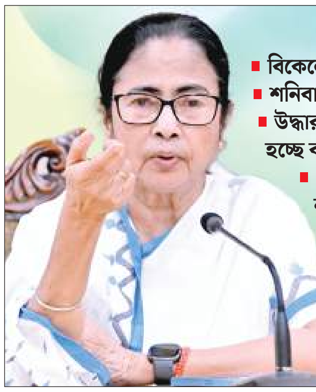

- বিকেলে পৌঁছবেন, যাবেন বিপর্যস্ত এলাকায়
- শনিবার রাত থেকেই পরিস্থিতির উপরে নজর
- উদ্ধার-ত্রাণবণ্টনের পাশাপাশি সরিয়ে আনা হচ্ছে বাসিন্দাদের
- পুলিশের তরফে চালু করা হেল্পলাইন নম্বর ৯১-৯১৪৭৮-৮৯০৭৮
- নবান্ন থেকে উত্তরবঙ্গ রওনা হয়েছে একটি বিশেষ প্রশাসনিক দল
- কন্ট্রোল রুমের টোল-ফ্রি নম্বর : ০০৯১-২২১৪-৩৫২৬/ ০০৯১-২২৫৩-৫১৮৫ / ৯১-৮৬৯৭৯-৮১০৭০/ ১০৭০

শনিবার রাত থেকেই টানা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন গোটা পরিস্থিতি। কালীঘাটের বাড়ি থেকেই রবিবার দফায় দফায় ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে। নবান্নে চালু করা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। সেখানে দায়িত্বে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সঙ্গে সেচ সচিব মণীশ জৈন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা সচিব রাজেশ সিনহা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নবান্ন থেকে নজরদারি চালাচ্ছেন শীর্ষকর্তারা। পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার বিষয়েও পদক্ষেপ নিচ্ছে নবান্ন। পর্যটকদের জন্য পুলিশের তরফে চালু করা হয়েছে (এরপর ১২ পাতায়)

অতিবৃষ্টির জেরে দার্জিলিংয়ের মিরিখে ভয়াবহ ভূমিধস। বিপর্যস্ত জনপদ।

উদ্ধারে তৎপর রাজ্য প্রশাসন

প্রতিবেদন : প্রবল বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়। তরাই-ডুয়ার্স ও সমতলও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। পাহাড়ে একের পর এক এলাকায় ধস নেমেছে। অতি-বৃষ্টি ও ভুটানের ছাড়া-জলে সমতলে বন্যা-পরিস্থিতি ভয়াবহ। রবিবার ধসে চাপা পড়ে, জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় একাধিক স্থানীয় বাসিন্দার। মৃতের সংখ্যায় ইতিমধ্যেই ২১ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মিরিকে। প্রশাসনের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোনাদা ১, সৌরনি ৬, মানেভঞ্জনে ৩, সিওক ২, মিরিক বস্তিতে ২, সিংবাড়ি ১, মিরিক পুরসভায় ৬ নিয়ে মোট ২১ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

এক রাতের বৃষ্টিতে দার্জিলিংয়ের পরিস্থিতি ভয়াবহ। মাত্র ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। (এরপর ৩ পাতায়)

উত্তরের পরিস্থিতি

- ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি
- মিরিকে ভাঙল সেতু, সুখিয়ায় ধস
- বিপদসীমার ওপরে তিস্তা-তোর্সা
- তোর্সায় ভেসে গেল গন্ডার, হরিণ
- দার্জিলিংয়ের দুধিয়া ব্রিজে ফাটল
- বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক
- ভুটানের জল ঢুকছে ডুয়ার্সে
- আটকে পর্যটকেরা, চলছে উদ্ধার
- কোচবিহারের রাজপথ জলের তলায়

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জয় হোক

সরকার চলেছে রাস্তা ধরে
উজান পথে, তৃণমূল স্তরে।
কাজ করাটাই সবার কাজ
ভালোবেসে কাজ, মানুষের রাজ।
গণতন্ত্র বলীয়ান—মানুষের কোলে
নিমিত্ত আমরা, মানুষই কথা বলে।
মায়ের আঁচল, কন্যার স্নেহ
ওটাই পবিত্র, ভালোবাসার গেহ।
প্রতিযোগিতায় হোক কাজের বোঝাপড়া
আমি-তুমি তে সবাই ভরা।
কাজের গতিতে গতি সুন্দর
কর্মসৃষ্টিতে সভ্যতার আড়ম্বর।
হিংসা—দ্বেষ—বিদ্বেষ—গ্লানি
সর্বনাশ করে সুস্থতার কাহানি।
শান্তি রক্ষা করে মনের স্বাস্থ্য
ভালো কাজ করো থাকো সুস্থ।
মানুষকে ভালো রাখা সরকারের কাজ
সরকার চলে রাস্তায় আজ
হোক মানুষের জয়, জয়তু বাংলা
চলুক কাজ, চলুক মানুষের রাজ।।

সকলে মিলে পাশে দাঁড়াই

প্রতিবেদন : টানা বৃষ্টি এবং প্রবল ভূমিধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি। এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার, নিজের এক্স হ্যান্ডেলে, প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান অভিষেক। তিনি লেখেন, দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির একাধিক এলাকায় লাগাতার বৃষ্টি ও ধসে ভয়াবহ (এরপর ১২ পাতায়)

মন পড়ে উত্তরবঙ্গে, তার মাঝেই কার্নিভালের দায়িত্ব পালন

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গে ঘটে গিয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তারই মধ্যে রেড রোডে পূর্ব নির্ধারিত দুর্গা কার্নিভালের দায়িত্ব। বৃষ্টি-ধসে বিধ্বস্ত পাহাড় ও উত্তরবঙ্গে মন পড়ে থাকলেও, রেড রোডে কার্নিভালের দায়িত্ব পালন করতে হল মুখ্যমন্ত্রীকে। আর এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়েই বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, কেন কার্নিভাল স্থগিত করা হল না! আসলে

কার্নিভাল নিয়ে বিরোধীদের একটা জাত-ক্রোধ আছে। তারা বারবার এই কার্নিভালকে হেয় করতে চায়।

বিরোধীদের কুৎসা ও মিথ্যা অপপ্রচারের কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তৃণমূল জানিয়ে দিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শনিবার রাত থেকে উত্তরের পরিস্থিতি নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছেন, সমস্ত বিষয় খুঁটিনাটি মনিটরিং করছেন, যা যা করার সব করেছেন। (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৮৯৩ মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামধন্য পদার্থবিদ। স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'Dr. M. N. Saha has won an honoured name…'। বাংলাদেশের এক অজপাড়া-গাঁ (ঢাকার সেওড়াতলি)-এর দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। কেবল একজন বিনম্র শিক্ষার্থীই ছিলেন না, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবে জড়িয়েছিলেন তিনি। ১৯২০-এর দশকে নক্ষত্রের বর্ণালি বিশ্লেষণে তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে আমৃত্যু বিজ্ঞানের জন্য এবং বিজ্ঞানমনস্কতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিরন্তর কাজ করে গেছেন। লোকসভার সদস্য ছিলেন। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

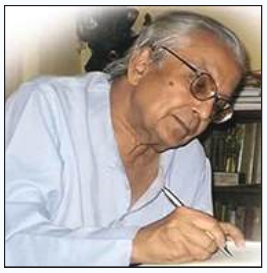

১৯৩৩ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০০০) এদিন জন্ম নেন। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি। তিনি ২০টিরও বেশি কবিতার বই লিখেছেন, বাংলা এবং সাঁওতালি কবিতা ও নাটক ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন, এবং জার্মান ও ফরাসি সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বহুবার দিকবদল করেছেন তাঁর কবিতাযাত্রায়। শব্দনির্মাণের মুদ্রাটি ছাড়াও আরও একটি মুদ্রাকে তিনি তাঁর নিজস্ব কাব্যভাষার অঙ্গ করে নিয়েছিলেন— কবিতার জন্মমুহূর্তের দ্যোতনাকে তিনি প্রায়ই স্থাপন করেন এক পটচিত্রকথার বয়নে, যাতে স্মৃতি থেকে উঠে আসে ইতিহাস-পুরাণ-বর্তমানের নানা চরিত্র, কখনও চেনাজানা সমকালীন মানুষও, কল্পভূমিকায়, কল্পভাষে; কখনও-বা সরাসরি ব্যক্তিস্মৃতির বাস্তবতায়; অনুষঙ্গরূপকের এক বিচিত্র মাত্রায়। স্বগত কবিতা থেকে সংলাপিকা, কবিতার সীমা ক্রমাগতই প্রসারিত করে চলেছিলেন অলোকরঞ্জন। এই শতাব্দীর গোড়ায় সমবায়ী শিল্পের গরজে প্রবন্ধগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখলেন, 'কবিতাকে আজ আর একচোরা হয়ে ভাবের ঘরে চুরি করা মানায় না। তা থেকে থেকেই চিত্রকলা, সংগীত বা ফিল্মের কাছ থেকে আঁজলা ভরে রসদ নিতে হয়। অন্যদিকে মিশ্রশিল্পের গূঢ় মন্ত্রণায়, সৃষ্টির নানামুখী প্রকাশচর্যারও কি এখন কবিতার কাছে শরণার্থী হওয়ার কথা নয়?' অনেকেই মনে করেন অলোকরঞ্জন বেঁচে থাকলে যে প্রকল্পটির বোধন হত, তার পরিণামে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত হয়ে ভারাভারা রাও-এর সহকারাবাসী হতেন।

১৭৬৯ এদিন লেফটেন্যান্ট জেমস কুক ১৫ হাজার মাইল ভ্রমণ করে নিউজিল্যান্ডের বুকে পা রাখেন। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি এদেশে পদার্পণ করেন। পরবর্তী ছয় মাস তিনি এই দেশের সমুদ্র সৈকতে ঘুরে ঘুরে কাটান, সেগুলি নামকরণ করেন, মানচিত্র রচনা করেন। স্থানীয় আদিবাসী মাওরি জনজাতির লোকেরা ঠিকই সন্দেহ করেছিল, কুকের অভিযানের পরিণতিতে সেদেশে আসবে বণিকের দল, আধুনিক প্রযুক্তি, গড়ে উঠবে নয়া উপনিবেশ।

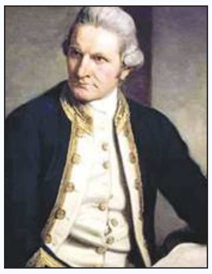

১৯২৮ এদিন চিনের নতুন প্রসিডেন্ট হন চিয়াং কাই শেক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চিনের গৃহযুদ্ধে তিনি চিনা কমিউনিস্টদের কাছে পরাজিত হন এবং ১৯৪৯-এ তাইওয়ানে সরে আসতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি আমৃত্যু জাতীয়তাবাদী চিনের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৩ ইহুদি পঞ্জিকার অন্যতম পবিত্র দিন 'ডে অফ অ্যাটোনমেন্ট' পরিণত হল রক্তাক্ত এক দিনে। উপবাস আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তারা যখন দিনটি পালন করছিল তখনই হানা দেয় আরবের সেনাবাহিনী। মিশরীয় ও সিরীয় সেনাদের ইজরায়েলে চকিত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬৭ সালে পরাজয়ের বদলা নেওয়া।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ঋতাভরী

■ ইমন চক্রবর্তী

■ শ্রেয়া ঘোষাল

কর্মসূচি

■ হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অর্ণব রায়ের উদ্যোগে উত্তরপাড়ার তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষদের জাগোবাংলা শারদ সংখ্যা উপহার দেওয়া হল।

■ কেশিয়াড়ি ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও বিজয়া সম্মিলনীর প্রস্তুতিসভায় রয়েছেন জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১৭

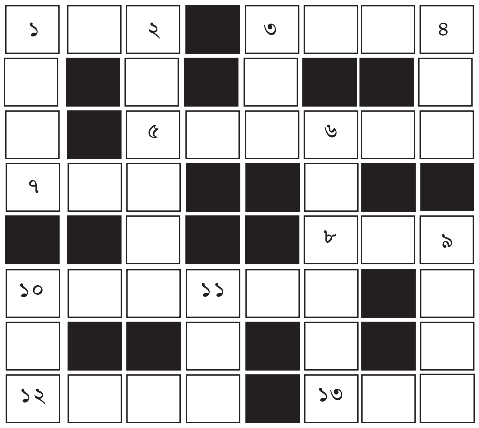

পাশাপাশি : ১. অর্পণ, স্থাপন ৩. ভোজন, আহার ৫. নতুন মেঘ ৭. ঈশ্বর, ভগবান ৮. বরুণদেব ১০. শুভ প্রার্থনা, হিতাকাঙ্ক্ষা ১২. যুদ্ধক্ষেত্র ১৩. আসল নয়।

উপর-নিচ : ১. অভিনয়ের মহলা, রিহাসলি ২. বাতাসের ঢেউ ৩. জাতি, সম্প্রদায় ৪. দৃষ্টি ৬. বিষ্ণু, নারায়ণ ৯. বাণসমূহ ১০. —ধ্বনি বাজে ১১. সোনা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১৬ : পাশাপাশি : ১. চিন্তাঋদ্ধ ৩. পার্লার ৫. ঘর ৬. ভরাট ৮. বসু ১০. নাচনি ১১. লুব্ধক ১৩. শম ১৫. চকিতে ১৮. মোটা ১৯. ফক্কড় ২০. অস্বীকার।
উপর-নিচ : ১. চিত্রগ্রীব ২. ঋষভ ৩. পার ৪. রফা ৫. ঘটনা ৭. অনিশ ৯. সুলুপ ১২. কচটা ১৪. মনস্থির ১৬. তেজস্বী ১৭. রাফ ১৮. মোড়।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

লক্ষ্মীপুজোয় কমবে ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা। তবে অরেঞ্জ, ইয়ালো, গ্রিন ও পার্পল লাইনে অপরিবর্তিত থাকবে পরিষেবা। অবশ্য প্রথম ও শেষের মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন নেই

ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন আজও হল না

কেন্দ্রের উদাসীনতাতেই উত্তরে দুর্যোগ : ঋতব্রত

প্রতিবেদন : ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টির ফলে উত্তরবঙ্গে নদীর জলস্তর বেড়েছে। তারপর শনিবার রাতে ১২ ঘন্টায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ফলে পাহাড়ে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে, উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রের উদাসীনতাকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করল তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সোজাসাপটা জানিয়ে দেন, বারবার অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠন করেনি কেন্দ্র। আজ তার ফল ভুগতে হচ্ছে বাংলাকে। সিকিম-ভুটানের জলে বারবার ভেসে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ।

ঋতব্রত স্পষ্ট দাবি, উত্তরবঙ্গে এতটা ক্ষয়ক্ষতি হত না, যদি রিভার কমিশন গঠন করা হত। তা হয়নি স্রেফ কেন্দ্রের উদাসীনতায়। রাজ্য সরকারের তরফে বারবার বলা সত্ত্বেও ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন তৈরি হয়নি। সংসদে কথা একাধিকবার তুলে ধরা হয়েছে জলশক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে এটি বাস্তবায়নের কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রের। রবিবার দুর্যোগ পরিস্থিতি দেখে তৃণমূল সাংসদ ফের একবার প্রশ্ন তুললেন, যদি ইন্দো-বাংলাদেশ রিভার কমিশন থাকতে পারে, কেন ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন থাকবে না? এটা প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, রায়ডাক, সংকোশের মতো নদীর জল বেড়েছে ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টির ফলে। তাতেই বানভাসি হয়েছে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা।

উল্লেখ্য গত ১১ আগস্ট রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জলশক্তি মন্ত্রকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন নিয়ে কী ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রের। তাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী জানান এ নিয়ে কোনও ভাবনা এখনই নেই। অথচ ভুটান ও সিকিমের বৃষ্টিতে বাংলার মানুষ ডুবছে। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন বাস্তবায়িত করা জরুরি বলে জানিয়েছিলেন কেন্দ্রকে। তাহলে নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করা যেত, বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যেত উত্তরবঙ্গকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও এতটা দুরবস্থা হত না উত্তরের জেলাগুলির। এটাও বাংলার প্রতি কেন্দ্রের একটা বঞ্চনা। বিজেপি ভুটান সিকিমের জলে উত্তরবঙ্গ ডোবাচ্ছে, আর ডিভিসিকে দিয়ে ডোবাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গকে। বাংলাকে ডোবানো বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রীও এদিন এক্স হ্যান্ডল পোস্টে পাহাড় তথা উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের কারণ হিসেবে ভুটানকে দায়ী করেন।

দার্জিলিংয়ে নিখোঁজ ডায়মন্ড হারবারের ছেলে, চিন্তায় পরিবার

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: উত্তরে দুর্যোগ, চিন্তার ভাঁজ ডায়মন্ড হারবার দক্ষিণ কামারপোলে। কারণ এই এলাকার যুবক দার্জিলিঙে হোমস্টের কাজে গিয়ে নিখোঁজ। স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন পরিবারের সদস্যরা। নিখোঁজ হিমাদ্রি পুরকাইতের (২৫) পরিবারের সঙ্গে

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দেখা করলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ। পরিবার জানাচ্ছে, হিমাদ্রি পুরকাইতের ভ্রমণের নেশা ছিল। দার্জিলিংয়ের সোনাদায় হোম স্টেতে ট্যুরিস্ট গাইডের কাজ

করতেন। শনিবার রাত দশটায় শেষ কথা হয় বাড়ির লোকজনের সাথে তারপর থেকে আর যোগাযোগ করা যায়নি। বাড়ির লোকের সঙ্গে শেষ কথা বলার সময় হিমাদ্রি জানান, বৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। বাড়ির লোকজন তাকে সাবধানে থাকতেও বলেন। কিন্তু তারপর থেকে আর যোগাযোগ করা যায়নি হিমাদ্রির সাথে।

ঘটনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের পক্ষ পরিবারের সাথে দেখা করে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। ওই যুবক যেখানে থাকতেন সেই এলাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। পরিবারের লোকজন বারবার ফোন করেও যোগাযোগ করতে পারছে না। ফলে দুশ্চিন্তার ভাঁজ কপালে। কবে কীভাবে ফিরবেন সে-দিকে তাকিয়ে পরিবারের সদস্যরা।

বিপর্যয় মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রশাসন

প্রতিবেদন: লাগাতার বৃষ্টি ও ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ ও সিকিম। প্রবল বর্ষণে পাহাড়ি রাস্তাগুলিতে ধস নেমে বন্ধ। দার্জিলিং জেলার মিরিক ও সুখিয়াপোখরিতে ধসে চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে শিশু-সহ অন্তত ২৯ জনের। নিখোঁজ বহু। এই আবহে এবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নেমেছে পুলিশ, প্রশাসন।

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে নবান্নে কড়া নজরদারি চলছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের একটি বিশেষ টিম রবিবারই রওনা হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ জোরদার করা হয়েছে। রাস্তায় আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার কাজ চলছে। দার্জিলিং পুলিশ জানিয়েছে, ধসের কারণে কিছু রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হলেও দ্রুত পরিষ্কার করার কাজ চলছে। পর্যটক ও স্থানীয়রা প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন দার্জিলিং পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। কন্ট্রোল রুমের নম্বর হল ৯১৪৭৮-৮৯০৭৮। জেলাগুলিকে পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। উত্তরবঙ্গে এখন মূল লক্ষ্য— দ্রুত উদ্ধার, প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এরই মধ্যে আটকে থাকা পর্যটকদের ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। পর্যটকদের জন্য কলকাতা ফেরার বিনামূল্যে নাইট সার্ভিস চালু করছে

■ সরকারি উদ্যোগে নাগরাকাটার বন্যা প্লাবিত এলাকায় দড়িতে ঝুলে রাতের খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন কর্মীরা।

এনবিএসটিসি। ইতিমধ্যে তিনটে বাস বুক হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। শুকনায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফে প্রধাননগর থানার সহযোগিতায় একটি পুলিশ বুথ করা হয়েছে। বুথ থেকে পাহাড় থেকে নেমে আসা যাত্রীদের পানীয় জল, বিস্কুট, কেক দেওয়া হয়। পর্যটকদের হাতে তুলে দেন পুলিশ কমিশনার থেকে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এবং প্রধান নগরথানার আইসি-সহ অন্যরা। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া ১ নং ব্লকের প্রমোদনগর ও বিনয়নগর আঠের ঘাই অঞ্চলের ৬টি বাড়ি জলের তলায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেত্রী পাপিয়া ঘোষ। দুর্গতদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন তিনি। মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক রবিবার ক্রান্তি ব্লকের প্লাবিত এলাকায় উপস্থিত হন। ভেলায় চড়ে তিনি নেমে পড়েন জলমগ্ন গ্রামে এবং উদ্ধারকাজে অংশ নেন।

উত্তরে বিপর্যস্ত জীবন, দক্ষিণে হলুদ সতর্কতা

প্রতিবেদন : উত্তরে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। এবার দক্ষিণেও জারি হল হলুদ সতর্কতা। নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে উত্তর বিহারে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। শক্তি কমলেও ওই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই রবিবার বাংলায় ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র উপকূলের দুই জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে এখনও। আলিপুরদুয়ারে সব থেকে বেশি বৃষ্টি হবে এবং সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এই জেলায়। এছাড়াও অতি-ভারী বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, আগামী দুদিন দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক কমে যাবে।

দুর্যোগের বলি

প্রতিবেদন : অতিবৃষ্টির জেরে ধস পাহাড়ে, উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি চরমে। এই পরিস্থিতিতে মিরিকে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দুর্যোগের বলি হল শিলিগুড়ির ৮ বছরের মেয়ে আয়ুষী ছেত্রী। শিলিগুড়ির খোলাচাঁদ ফাপরির বাসিন্দা আয়ুষী। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। মেয়রকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আয়ুষীর বাবা-মা।

উদ্ধারে তৎপর রাজ্য প্রশাসন

(প্রথম পাতার পর)

তার ফলে মিরিকে লোহার সেতু ভেঙে পড়ে। নাগরাকাটার অবস্থাও খুবই ভয়াবহ। সেখানে বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বন্যা-দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য প্রশাসন। আবহাওয়া উপেক্ষা করে চলছে উদ্ধারকাজ। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে ত্রাণও। প্রবল বর্ষণে ভয়ানক আকার ধারণ করেছে তিস্তা-তোর্সা। প্লাবনে ভেসে গিয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গন্ডার-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা-সহ প্রায় সমস্ত নদী। যার ফলে দার্জিলিংয়ের দুধিয়া ব্রিজের পিলারে ফাটল দেখা দিয়েছে। ঝুলছে একাংশ। তোর্সার জলে ভেসে গিয়েছে কোচবিহারের রাজপথ। ধসের ফলে শিলিগুড়ির সঙ্গে ঋষিখোলা, পেডংয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে, একই অবস্থা মিরিকেরও। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রোহিণী রোডে ধস নামায় সেটিও আপাতত বন্ধ রয়েছে। ধসে উত্তর সিকিমের লাচুংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ফলে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। খবর মিলেছে, পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে নিখোঁজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার ও কলকাতার যাদবপুরের দুই যুবক।

এদিকে, ভুটানের জলে ভাসতে পারে ডুয়ার্স, জলের চাপে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বড় বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার-সহ উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। শনিবার রাতে বৃষ্টির পরিমাণ মারাত্মক আকার নেয় পাহাড়ি এলাকাগুলিতে। টানা বর্ষণের ফলে মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় শনিবার রাত থেকে ধস নামতে শুরু করে। বন্ধ হয়ে যায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মিরিক লেক এলাকা, ধরগাঁও, সারসালি ও জসবিরগাঁওয়ে। ধরগাঁওয়ে কাদা ধসে বহু বাড়ি ভেঙে যায় এবং সেখান থেকে চারজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এনডিআরএফ, পুলিশ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চলছে, তবে অবিরাম বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকার্যে বিপুল বাধা তৈরি হচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তাগুলি পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় আর্থমুভার ও অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছাতে পারছে না। মিরিক-সুখিয়াপোখরি রোড-সহ একাধিক এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একে অতিরিক্ত বৃষ্টি তারপর ভুটান ও সিকিম থেকে নদীতে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অস্থায়ী ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর ৬ অক্টোবর পর্যন্ত রেড অ্যালার্ট জারি করেছে এবং নতুন ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

6 October, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মানুষ বোঝাবেন

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ছারখার উত্তরবঙ্গ। বন্যা, ধস, সেতু-ভাঙা— বাড়ি ধসে পড়ে ভেসে যাচ্ছে এলাকা। একের পর এক মৃত্যু। পরিস্থিতি জানার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত তিনি উত্তরবঙ্গ যাবেন। গত কয়েক দিন থেকে তিনি উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি মনিটর করছিলেন। বুঝতে পারছিলেন যেভাবে বেহিসেবি জল ছাড়া শুরু হয়েছে, তাতে বিপদের সমূহসম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি যে এমন ভয়াবহ হবে, তা ভাবা যায়নি। কেন এই পরিস্থিতি? ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টির ফলে উত্তরবঙ্গে নদীর জলস্তর বেড়েছে। তারপর শনিবার রাতে টানা ১২ ঘণ্টার অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ফলে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে, বন্যা-পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রের উদাসীনতাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। বারবার অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠন করেনি কেন্দ্র। আজ তার ফল ভুগতে হচ্ছে বাংলাকে। সিকিম-ভুটানের জলে বারবার ভেসে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের এতটা ক্ষয়ক্ষতি হত না, যদি রিভার কমিশন গঠন করা হত। সংসদে এই দাবি একাধিকবার তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু জলশক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে এটি বাস্তবায়নের কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রের! কেন? এটাও আসলে কেন্দ্রের বাংলার প্রতি আর-এক বঞ্চনা। বিজেপি ভুটান-সিকিমের জলে উত্তরবঙ্গ ডোবাচ্ছে, আর ডিভিসিকে দিয়ে ডোবাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গকে। বাংলাকে ডোবানো বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। কোনও সভ্য দেশের সরকার যে একটি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে, তা ভাবা যায় না! কারণ, রাজনৈতিক লড়াইয়ে হেরে গিয়ে ভাতে মারার চেষ্টা। এতে মানুষের প্রাণ গেলেও এদের কিছু যায় আসে না। মানুষ বোঝেন এবং সময় মতো তা বোঝাবেনও।

আরও একবার, পর-পর চারবার

২০২০, ২০২১, ২০২২ সালের পর এবার ২০২৩! লাগাতার চার বছর ধরে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতাই। জানাল খোদ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)। কেন্দ্রের এই রিপোর্টেই 'নিরাপদতম শহরে'র শিরোপা পেয়েছে কলকাতা। দেশের ১৯টি 'মেট্রোপলিটন সিটি'র মধ্যে অপরাধের হারে সর্বশেষ স্থানে 'সিটি অব জয়'। ২০২৩ সালে এ শহরে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যার নিরিখে গুরুতর অপরাধের হার ৮৩.৯। ২০২২ সালেই শেষবার দেশের অপরাধের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছিল এনসিআরবি। গত দু'বছরের রিপোর্ট এত দিন চেপে রাখা হয়েছিল। মোদি সরকারের এই ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। সব রাজ্যের থেকে আলাদা আলাদাভাবে রিপোর্ট সংগ্রহ করলেও কেন রিপোর্ট পেশ করা হচ্ছে না? এই প্রশ্নে সরগরম হয়ে ওঠে সারা দেশ। শেষমেশ ২০২৫ সালের অক্টোবরে এসে ২০২৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এনসিআরবি। সেই রিপোর্ট কিন্তু গোপন রাখতে পারেনি মোদি সরকার। লুকোতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গের নিরাপদতম পরিবেশ আর ডবল ইঞ্জিন-শাসিত যোগী রাজ্যের মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থানের কথা। কলকাতায় আইপিসি (বর্তমানে বিএনএস) অপরাধের হার ৭৭.৫। বিশেষ ও সামাজিক আইনের (স্পেশ্যাল ও সোশ্যাল ল) ক্ষেত্রে অপরাধের হার ৬.৪। কগনিজেবল বা আদালতগ্রাহ্য অপরাধের হার প্রতি লক্ষে ৮৩.৯। অর্থাৎ, কলকাতার প্রতি এক লক্ষ মানুষ-পিছু প্রায় ৮৪ জন আদালতগ্রাহ্য অপরাধের শিকার, যা দেশের সব ক'টি মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যে সবচেয়ে কম। গণশক্তির জেনে রাখা দরকার, চার্জশিট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও দেশের মধ্যে সর্বোত্তম পুলিশ বাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে লালবাজার। বাংলার গর্ব কলকাতা দেশের নিরাপদতম শহর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জিরো টলারেন্স' নীতিই দেশের মধ্যে শহরকে সবচেয়ে নিরাপদ করে তুলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করেন মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়াই সবচেয়ে বড় পরিষেবা। দেশে অপরাধের নিরিখে শীর্ষস্থানে রয়েছে বাম-শাসিত কেরলের কোচি শহর। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি-শাসিত দিল্লি।

— **সোমনাথ শী, সিঙ্গুর, হুগলি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলায় আজ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী

আর শুধু ধান্যলক্ষ্মীর আরাধনা নয়, নয়কো শুধু কৃষিজ ফলনে লক্ষ্মী অর্চনার প্রতিফলন। বঙ্গে এখন কৃষি, শিল্প, পরিষেবা, বাণিজ্যের ত্রিধারায় অনবদ্য অগ্রগতি, সত্যিকার লক্ষ্মী পুজো। প্রণাম করো— ঊর্ধ্বে হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে / লক্ষ্মী মায়ের আশিস-কিরণ-ধারা মাথার 'পরে পড়ছে ঝরে। লিখছেন অধ্যাপক **ড. রূপক কর্মকার**

যে কোনও রাজ্য বা দেশের অর্থনীতি সফল কিনা তা নির্ভর করে বেশ কিছু পরিকাঠামোর সাফল্যের উপর। তার মধ্যে যেমন রয়েছে কৃষিক্ষেত্র তেমনি রয়েছে শিল্পক্ষেত্রও। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিষেবাক্ষেত্রকেও সমানভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে তার কারণ অবশ্যই জনতা জনার্দন। আজ বলব আমাদের প্রিয় বাংলার কথা, তার শিল্পের কথা, তার সমৃদ্ধির কথা। পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক সবসময়ই যেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু-তে থাকা এক জনপ্রিয় রাজ্য।

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জমানার কাঁটাতার উপড়ে ফেলে এমন এক সরকার এখন জনগণের পরিষেবায় মগ্ন, যা দেখে দূর-দূরান্তের দেশের মানুষও ছুটে এসেছেন কখনও তার অভূতপূর্ব সাড়া ফেলা প্রকল্পের নিদর্শন দেখতে, কখনও ছুটে এসেছেন সংস্কৃতির বহর দেখতে। জরাজীর্ণ পশ্চিমবঙ্গ যেন আজ এক মুক্ত বায়ু-তে বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি, নজরুলের স্বাভিমান, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য, বিবেকানন্দের নতুন ভারতের মেলবন্ধন— যেন এক টুকরো পশ্চিমবঙ্গের আজ জলছবি। তবে এই জলছবির আসল তথ্য লুকিয়ে আছে তার পরিসংখ্যানে।

সাম্প্রতিক বাজেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মা-মাটি-মানুষের সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন GSDP (এটি হল শিল্প দ্বারা সংযোজিত সমস্ত মূল্যের সমষ্টি এবং এটি জাতীয় উৎপাদনের প্রতিরূপ হিসেবে কাজ করে) ছিল ৪,৬০,৯৫৯ কোটি টাকা যা ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৭,০০,৯৩৯ কোটি টাকায়। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে GSDP-র পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১৮ লক্ষ কোটি টাকা। এর সাথে GSVA অর্থাৎ গ্রস স্টেট ভ্যালু অ্যাডেড (যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি সূচক হিসাবে কাজ করে)-এর কথা না বললেই নয়, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে GSVA বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৭.২৬ শতাংশ সেখানে জাতীয় গড় ছিল ৬.৫৩ শতাংশ।

২০২৪-২৫-এ GSVA প্রথম অ্যাডভান্স এস্টিমেটে ৬.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা জাতীয় গড়ের ৬.৩৭ শতাংশ থেকে অনেকটাই এগিয়ে। সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ইঙ্গিত তা আরও কিছু প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে একটি প্যারামিটার হল বেকারত্বের হার। সিএমআইই (CMIE)-এর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে জাতীয় বেকারত্বের হার যেখানে ৯.০৫ শতাংশ ছিল সেখানে রাজ্যের বেকারত্বের হার তার থেকে ৩ শতাংশ কম ছিল। বেকারত্ব হ্রাসের এই ধারা ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষেও বহাল ছিল।

২০২৫-এর জানুয়ারি মাসে জাতীয় বেকারত্বের হার যেখানে ৭.৯৩ শতাংশ ছিল, পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্বের হার ছিল ৪.১৪ শতাংশ। রাজ্যের শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্র মিলিয়ে প্রায় দু কোটি মানুষের জীবিকার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে রাজ্যে ৪০ শতাংশ বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটের প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও জানা গেছে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যেখানে রাজ্যের বৃদ্ধির হার ছিল ৪.২ শতাংশ সেখানে জাতীয় বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮ শতাংশ। পরিষেবা ক্ষেত্রে রাজ্যের বৃদ্ধির হার যেখানে ৭.৮ শতাংশ, জাতীয় ক্ষেত্রে তা ৭.২ শতাংশ।

এই সমস্ত পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির পুনর্জাগরণের কাহিনি। পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে লজিস্টিকের একটি ওতোপ্রোতো সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। সেই সম্পর্ক মজবুত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উন্নত চিন্তাভাবনার নিদর্শনও রেখেছে। লজিস্টিককে যে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করেও দেখিয়েছে। ক্রমবর্ধমান লজিস্টিক সেক্টর উন্নয়নের স্বার্থে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লজিস্টিক সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২৩' ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধার্থে আন্তঃরাজ্য করিডর স্থাপন লজিস্টিকের যে আরও উন্নয়ন করবে এবং লগ্নিকারীদেরও যে আকৃষ্ট করবে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শুধু শিল্প বা বিনিয়োগকারীদের জন্য ভাবনা নয়, প্রান্তিক মানুষের কথাও সর্বদা ভেবে চলেছে এই সরকার। প্রান্তিক মানুষের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল মনরেগা (MGNEGA) প্রকল্প। তার পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্তির খাতা শূন্য। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জনগণকে বঞ্চিত করে তাদের ন্যায্য পাওনা বন্ধ করেও মা-মাটি-মানুষের সরকারকে তার অঙ্গীকার থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে যেখানে ৪৩ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য ১১ কোটি কর্ম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছিল ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ৬৪ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের জন্য ২৮ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে থেমে না থেকে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কর্মশ্রী প্রকল্পের উপর ভর করে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৬১ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করে নজির স্থাপন করেছে। এই খাতে এখনও পর্যন্ত ১২৩৫৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-ভিত্তিক শিল্প (যেমন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে শুধু নয়, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। শিল্প পরিকাঠামো যেমন মেগা ফুড পার্ক, কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনা এবং নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিল্প সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। এত বছর বড় শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ ছিল রাজ্য সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ, কিন্তু সেই সমস্যারও সমাধান হয়েছে শুধু নয়, সাধারণ মানুষের চাহিদামতো প্রাপ্তি শিল্পের দিগন্তে নতুন হাওয়া বইছে। দেউচা-পাঁচামি প্রকল্প তার অন্যতম নিদর্শন। দেউচা-পাঁচামি কোলিয়ারির বিস্তীর্ণ এলাকায় যাঁরা বসবাস করতেন তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণের সাথে চাকরির সংস্থান করে উন্নয়নের পথে শামিল করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক অনবদ্য প্রচেষ্টা। তবে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তির খাতা যেন বোঝাই হয়ে পড়েছে। সেই খাতার ভারে উন্নয়ন কিন্তু স্তব্ধ হয়নি বরং নতুন নতুন রাস্তা বের হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, কৃষি-শিল্পের মেলবন্ধনে পশ্চিমবঙ্গ কীভাবে পিছিয়ে থাকে! বাংলার বাণিজ্যের সিংহাসনে লক্ষ্মীর তো বসত হতেই হত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

রেড রোডে দুর্গা কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রী ফ্রেমবন্দি নানা মুহূর্ত

নানা রঙের কার্নিভালে ভিন্ন মেজাজে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বৃষ্টির ভ্রূকুটি মাথায় নিয়েই রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় জমজমাট রেড রোডের মেগা পুজো কার্নিভাল। রঙবেরঙের সাজে জমকালো শোভাযাত্রায় নাচে-গানে ব্লকবাস্টার কার্নিভাল উৎসব। এই প্রথম কলকাতা শহর ও শহরতলির একশোরও বেশি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করল রেড রোডের কার্নিভালে। নাচে-গানে তালে তালে এদিন কার্নিভাল-মঞ্চে এক অন্য মেজাজে ধরা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশিরভাগ পুজো কমিটিই মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে এবারের পুজো অ্যালবাম ‘দুর্গা অঙ্গন’-এর বিভিন্ন গানে নৃত্য পরিবেশন করে। সেই গানের তালে তালে মঞ্চে উপস্থিত টলিউডের কলাকুশলীদের সঙ্গে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী। আবার নিজে হাতে ঢাক বাজিয়ে উৎসবের সঙ্গী হন। নৃত্যশিল্পীদের আনন্দে শামিল হয়ে হাতে ডান্ডিয়া নিয়েও নাচেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। হাতে তুলে নেন রামমোহন সম্মিলনী পুজো কমিটির ‘গয়নাবড়ি’। পুজো কমিটির তরফে উপহার দেওয়া জিলিপির থালা তুলে দেন মঞ্চে উপস্থিত টলিপাড়ায় কলাকুশলীদের হাতে। পুজো কমিটিদের সঙ্গে আসা ‘খুদে’ দুর্গাদের মঞ্চে তুলে নিয়ে আদর করেন। বাংলা ভাষার অস্মিতা রক্ষার্থে বিভিন্ন পুজো কমিটির বাংলা ভাষা সংক্রান্ত থিমের উপস্থাপনাকে অভ্যর্থনা জানান। এক পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের তরফে উপহারস্বরূপ দেওয়া একটি বেহালা হাতে তুলে নেন। এদিন কার্নিভাল চলাকালীনই আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি আসে। যদিও তাতে উৎসবে কোনও ভাটা পড়েনি। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই পুজো কমিটিগুলি তাদের উপস্থাপনা চালিয়ে যায়।

রাজ্য
6 October, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
পুজোর কার্নিভাল

রেড রোডে দুর্গা কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রী ফ্রেমবন্দি নানা মুহূর্ত

■ রামমোহন সম্মিলনীর উপস্থাপনার পর ক্লাবের উপহার গয়না বড়ি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী।

মন পড়ে উত্তরবঙ্গে

(প্রথম পাতার পর)

পুলিশ-প্রশাসন কাজ করছে, মুখ্যমন্ত্রী আগামী কালই ঘটনাস্থলে পৌঁছাবেন। তার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসার বন্যা বইয়ে দিচ্ছে বিরোধীরা। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, গতবারেও ওরা কার্নিভালের ডেটে একটা পাল্টা করার চেষ্টা করেছিল, আজকেও কুৎসায় নেমেছে। এতে কিছু হয় না। জেনে রাখুন, পুজোটা শুধু আনন্দ নয়, পুজোটা একটা সিস্টেম, একটা পর্যটন, পুজোটা একটা ইকোনমি। এদিন যখন বিপর্যয়ের খবর আসছে, তখন কার্নিভালের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এতগুলো ক্লাব, এতগুলো সংগঠন সবাই প্রস্তুত, বাইরের অতিথিরা এসে গিয়েছেন, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টাইমিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে, লাইভ হবে বাংলার দুর্গাপুজোর কার্নিভালের। তার মধ্যেই কয়েক ঘণ্টার নোটিশে এত বড় অনুষ্ঠান কি স্থগিত করে দেওয়া সম্ভব! যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু করেই মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালের অনুষ্ঠান শেষ করেছেন। একটা পূর্ব নির্ধারিত আয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আর বিরোধীরা মিথ্যা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। মানুষ নিশ্চয়ই সবটা বুঝবেন।

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় পুজো শেষে পুজোর কার্নিভালে উৎসব পালন করা হয়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শহরের রাজপথে শোভাযাত্রায় অংশ নেয় শতাধিক পুজো কমিটি। বিকেল ৪টে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে পৌঁছন। মেগা পুজো কার্নিভাল এবার দশ বছরে পদার্পণ করেছে। উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অতিথিরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে এবারের পুজোর অ্যালবাম 'দুর্গা অঙ্গন'-এর গানে নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'দীক্ষা মঞ্জরী'র নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে শুরু হয় কার্নিভাল। জমিদার বাড়ির আদলে তৈরি মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সুজিত বসু, ডাঃ শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, জাভেদ খান, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, সাংসদ জুন মালিয়া, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভলি মৈত্র-সহ অন্যেরা। হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, ঐন্দ্রিলা সেন, সোহম চক্রবর্তী, যিশু সেনগুপ্ত, রিয়া সেন, রাইমা সেন, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, সৌমীতৃষা কুণ্ডু, ভরত কৌল, রাজা গোস্বামী, রিমঝিম মিত্র, পায়েল দেব, দিব্যজ্যোতি দত্ত-সহ টলিপাড়ায় একঝাঁক তারকা শিল্পী। সকলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্য-সাক্ষাতের পর কলকাতা ও শহরতলির একের পর এক সেরা পুজো কমিটিগুলি তাদের প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু করে। বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন পুজো কমিটির শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় মূল কার্নিভাল পর্ব। শ্রীভূমি স্পোর্টিং, ত্রিধারা সম্মিলনী, চেতলা অগ্রণী, বেহালা নতুন দল, হাতিবাগান সর্বজনীন, বাবুবাগান, দমদম পার্ক তরুণ সংঘ, রামমোহন সম্মিলনী, নাকতলা উদয়ন সংঘ, অজেয় সংহতি, দমদম ভারতচক্র, আলিপুর সর্বজনীন, কালীঘাট মিলন সংঘ, যোধপুর পার্ক ৯৫ পল্লি-সহ মোট ১১৩টি পুজো কমিটি এবারের কার্নিভালে অংশগ্রহণ করে। নৃত্য পরিবেশন করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। আলিপুর বডিগার্ড পুলিশ লাইন্সের পুজোর ট্যাবলোর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ও বলিউড অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রি।

গার্ডেনরিচে দুর্গা প্রতিমা ভাসানকে কেন্দ্র করে ঝামেলার অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে এখনও পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

উমার বিদায়ের বিষাদে আনন্দ দেন লক্ষ্মী

খালনার কৃষ্ণরায়তলার ১২৫তম বর্ষের লক্ষ্মীপুজোর উদ্বোধনে স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল।

সংবাদদাতা, হাওড়া: উমার বিদায়ের ক্ষততে মলম লাগায় লক্ষ্মী পুজো। হাওড়ার আমতার খালনায় দেখা যায় লক্ষ্মীপুজোয় ফুটে একটু অন্যরকম ছবি। থিমের লড়াই চলে লক্ষ্মীপুজোয়। গোটা গ্রাম থিম আর সাবেকিয়ানার লড়াইয়ে মেতে ওঠে। হাওড়ার এই লক্ষ্মীগ্রামে কোজাগরীর আরাধনা একেবারে দুর্গাপুজোর সমান। পারিবারিক ও বারোয়ারি পুজো মিলিয়ে এই গ্রামে প্রায় শতাধিক লক্ষ্মীপুজো হয়। এই গ্রামে দুর্গাপুজোর থেকেও লক্ষ্মীপুজোতে বেশি ধুমধাম হয়ে থাকে। গত কয়েক বছর থেকে থিমের লড়াই দেখা যাচ্ছে আরও বেশি। খালনা গ্রামের ছোট থেকে বড় সব পুজোকমিটিগুলিও থিমের দৌড়ে শামিল হয়েছে। পুজো কমিটিগুলি একেবারে একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত। চলতি বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। খালনা মিতালী সঙ্ঘের পুজো এবার ৪২তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রায় তিন লক্ষ টাকার বাজেটে এই পুজো কমিটি তাদের মণ্ডপ রবীন্দ্র সদনের আদলে তৈরি করেছে। ২৬ ফুট লম্বা এবং ৫২ ফুট চওড়া এই পুজো প্যান্ডেলের পাশাপাশি প্রতিমাতেও চমক রয়েছে। পুজোর উদ্যোক্তারা জানান, ক্লাবের সদস্যরা নিজেরাই পুজো মণ্ডপে হাত লাগানোয় বাজেট অনেকটাই কম হয়েছে। লক্ষ্মীপুজোকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বস্ত্র বিতরণও করা হয়। খালনা আমরা সবাই পুজো কমিটির লক্ষ্মীপুজো এ বার ৪৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বাজেটের মন্দিরের আদলে পুজো মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। পুজো কমিটির সদস্যরা জানান, শুধু মণ্ডপ নয়, প্রতিমাতেও থাকছে বিশেষ চমক। এ বার আদিম ও বর্তমান যুগ মিলিয়ে দু'ধরনের প্রতিমা থাকছে। আবার খালনা আনন্দময়ী তরুণ সঙ্ঘের লক্ষ্মীপুজো এ বার ১৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজো কমিটির এ বারের থিম 'দেব অতিথি ভব'। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, দেবভূমি হরিদ্বারের হরকি পৌড়ি ঘাটের গঙ্গা আরতি মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সমুদ্রমন্থনের প্রতিমাও থাকছে এখানে। খালনার কৃষ্ণরায়তলা লক্ষ্মীপুজোর উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুকান্ত পাল। বিধায়ক বলেন, খালনার লক্ষ্মীপুজো হাওড়া জেলার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যতম বড় উৎসব। ইতিমধ্যে প্রতিটি পুজো কমিটির সদস্য, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বিসর্জনের দিন এবার বর্ণাঢ্য কার্নিভালেরও আয়োজন করা হয়েছে।

ফুচকা খাওয়াতেও টুকলি হাসির খোরাক হল গদ্দার

প্রতিবেদন : বিজেপির টুকলি লিস্টে নতুন সংযোজন, ফুচকা! এবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'নকল' করে ফুচকা খেতে গিয়েও হাসির খোরাক হতে হল গদ্দারকে। দুর্গাষ্টমীতে কন্যা আজানিয়াকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে শালপাতার বাটিতে ফুচকা খেয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে সেই ছবি বিপুল ভাইরাল হয়েছে। মানুষের মুখে-মুখে ফিরেছে সাংসদের পাশাপাশি একজন বাবা হয়ে কন্যার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে অভিষেকের এই ফুচকা খাওয়ার মুহূর্ত। কিন্তু তাঁকে নকল করতে গিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়েছেন বিরোধী দলনেতা। সরগর না হওয়ায় পাখির মতো ফুচকায় ছোট ছোট কামড় বসান। বোঝাই যায় এ-বিষয়ে অভ্যস্ত নন, নিতান্তই অভিষেক করেছে বলে ফুটেজ খেতে তাকেও করতে হল। তাঁর এই টুকলিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, ময়ূরের পালক গায়ে লাগালেই কাক ময়ূর হয়ে যায় না। দিনের শেষে কাক কাকই থাকে।

নিখোঁজ আইটি কর্মীর পচা-গলা দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন: গত ২ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন আইটি কর্মী ৩৪ বছর বয়সি চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শনিবার রাতে নিউ টাউনের এক গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার হল তাঁর পচা-গলা দেহ। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শ্যামনগরের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ নিখোঁজ হওয়ার পরেই পরিবার নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এরপর তদন্তের নামে পুলিশ। ওই ব্যক্তির ফোন ট্র্যাক করে। সেই লোকেশন অনুযায়ী নিউ টাউনের গৌরাঙ্গনগরের ওই গেস্ট হাউসে যায় তদন্তকারী দল। ইতিমধ্যেই তখন পচাগন্ধ বেরোতে শুরু করেছে পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহের কাছ থেকে ঘুমের ওষুধের শিশি পাওয়া গিয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে তবে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। এদিকে, ওই ব্যক্তির কাছে কীভাবে এত ঘুমের ওষুধ এল, ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন নাকি এটা পরিকল্পিত হত্যা— যাবতীয় বিষয় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুন্দরবনের কোজাগরী উৎসবের সূচনায় কীর্তি আজাদ

নাজির হোসেন লস্কর ● মথুরাপুর

বিশ্বখ্যাত বাংলার বড় উৎসব দুর্গাপুজো শেষ হল। আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। প্রতি বছরের মতো এবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের মথুরাপুর এলাকার সদিয়াল গ্রামে বিখ্যাত কোজাগরী উৎসব ২০২৫-এর শুভসূচনা করলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ। সূচনা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাংসদ অসিতকুমার মাল, খলিলুর রহমান, আবু তাহের, মিতালী বাগ, বিধায়ক অলোক জলদাতা, যোগরঞ্জন হালদার, জয়দেব হালদার, সমীরকুমার জানা, মন্টুরাম পাখিরা, বিশ্বনাথ দাস, গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, নমিতা সাহা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, সহ-সভাধিপতি সীমান্তকুমার মালি, পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও, মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

কোজাগরী উৎসবের মূল উদ্যোক্তা মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। পরিচালনায় রয়েছে আমরা ভাই ভাই সংঘ। সহযোগিতায় সদিয়াল জনকল্যাণ সমিতি। এবার ১৯ বছরে পড়েছে। ছোট্ট এই গ্রাম, যেখানে সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে লক্ষ্মী পুজো করে থাকেন। এবার প্যারিসের অপেরা হাউসের আদলে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলার আবেগকেও। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' স্লোগান ও সহজপাঠ, বর্ণপরিচয়ের ফ্লেক্সে মোড়া মণ্ডপ চত্বর। সেজে উঠেছে বাংলার মনীষীদের কাটআউটে। উৎসবে বাংলার কৃষ্টি কলা সুদূর ঝাড়গ্রাম থেকে আসা ছৌ-নাচের দল পরিবেশন করেন মহিষাসুর বধ।

সাংসদ বাপি হালদার বলেন, সম্প্রীতির এই পুজোকে ঘিরে কয়েক মাস আগে থাকতে প্রস্তুতি চলে। রবিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। ক্রিকেট তারকা তথা সাংসদ কীর্তি আজাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে বলেন, সর্বধর্মের মিলনক্ষেত্র বাংলা। দেশের কোনও অঙ্গরাজ্যে এই উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকল ধর্মকে সমভাবে সম্মান করেন। তিনি গরিবের জন্য কাজ করাকে ধর্ম মনে করেন।

বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর উদ্যোগে ২৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে বিজয়া উপলক্ষে মিষ্টিমুখ।

ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কোনা মোড়ে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদর তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, স্থানীয় বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি তাপস মাইতি, ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমূল সভাপতি নুরাজ মোল্লা-সহ অন্যেরা।

রবিবার হরিপাল ব্লকের জেজুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বিধায়ক করবী মান্না-সহ তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান-সহ অন্যেরা।

মধ্য হাওড়ার ২৫নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে স্থানীয় ওলাবিবিতলায় জাগোবাংলা বুক স্টল। উপস্থিত ছিলেন যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য-সহ অন্যেরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 October, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

একটানা বৃষ্টি, ভুটান-সিকিমের নদীর জলে প্লাবিত উত্তর

ভেসে গেল জলদাপাড়ার গন্ডার-সহ বহু বন্যপ্রাণী

জলে আটকে হাতির পাল।

বন্যার জলে ভেসে এল গন্ডার, পরে উদ্ধার।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : একটানা প্রবল বৃষ্টি এরই সঙ্গে ভুটান সিকিমের নদীর জল বিপদ। বন্যার কবলে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স। টানা বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে ওঠা মূর্তি, ডায়না, জলঢাকা ও তিস্তার জল গরুমারা এলাকার বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি প্লাবিত করে। বন্যার জলে ভেসে গেল জলদাপাড়ার গন্ডার হরিণ-সহ একাধিক বন্যপ্রাণী অসহায় অবস্থায় হাতির দল আশ্রয় নিয়েছে লোকালয়ে। একাধিক বন্যপ্রাণীর দেহও উদ্ধার হয়েছে। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে রাজ্য সরকার ও বনদফতর। গরুমারা বন আধিকারিক রাজীব দে জানান, উত্তরবঙ্গে জঙ্গলে এই পরিমাণ জল এর আগে কখনও দেখা যায়নি। গরুমারার বিস্তীর্ণ এলাকা এখন প্লাবিত। ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর খবর আসছে। তবে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছি। ইতিমধ্যেই বহু প্রাণীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুস্থ হয়ে উঠলে আবার তাদের গভীর অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। বনদপ্তর সূত্রে খবর, জলঢাকা নদীর তীরে একটি পূর্ণবয়স্ক গন্ডারের দেহ উদ্ধার হয় রবিবার। প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত খরস্রোতা জলের চাপে গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য গরুমারাতে ময়নাতদন্ত করা হবে। একইসঙ্গে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে দেখা গেছে আরেকটি গন্ডারকে। অন্যদিকে, নাথুয়া জঙ্গলে হরিণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গরুমারার বিভিন্ন অংশে বন্যার জলে আটকে পড়েছে হাতির পাল। একাধিক কচ্ছপ, বাইসন, বুনোশূকর নদীর চর থেকে উদ্ধার করে বনদপ্তর। ইতিমধ্যেই বনকর্মীরা স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় উদ্ধারে তৎপরতা চালান। বিপন্ন প্রাণীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অরণ্যের বড় অংশ ডুবে যাওয়ায় প্রাণীরা বাধ্য হয়ে জনবসতিতে ঢুকে পড়ছে। ফলে আতঙ্ক ছড়ালেও, বনদফতর আশ্বাস দিয়েছে মানুষ ও প্রাণীর নিরাপত্তা দু'দিকই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকার জানিয়েছে, যেখানেই বন্যপ্রাণী বিপদে পড়েছে, সেখানেই তৎক্ষণাৎ উদ্ধার অভিযান চলছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে গরুমারা জঙ্গলের বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উত্তরের বিপর্যস্তদের পাশে দল ও প্রশাসন

ব্যুরো রিপোর্ট : প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরের পাহাড় থেকে সমতল দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে দল ও প্রশাসন। খোলা হয়েছে ত্রাণশিবির দুর্গত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা বিপর্যস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করে আনা হয়েছে নিরাপদ স্থানে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলাও দুর্যোগের শিকার। আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের ভারত ভুটান সীমান্তের প্রান্তিক গ্রাম বিত্তিবাড়ি সংকোশ নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে। গ্রামের মানুষরা আশ্রয় নিয়েছে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। রবিবার বিকেলে কুমারগ্রামের বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে বন্যা দুর্গতদের দেখতে বিত্তিবাড়ি যান রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশ চিক বাড়াইক। ভুটানে প্রবল বৃষ্টির কারণে

পাহাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে গৌতম দেব, জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল প্রমুখ।

জলপাইগুড়ির ত্রাণশিবিরে মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক।

রবিবার সকালে আচমকাই সংকোশ নদীর জল ঢুকে যায় বিত্তিবাড়িতে। জল আচমকা ঢুকে যাওয়ায় বাসিন্দারা কেউ কিছুই বের করতে পারেননি। শিলিগুড়ির ত্রাণশিবিরগুলিতে প্রাণ নিয়ে পৌঁছে যান ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পাপিয়া ঘোষ। জলপাইগুড়ির সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রান্তি ব্লক। মন্ত্রী গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শনে যান বিধায়ক খগেশ্বর রায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোচবিহারের ও একাধিক এলাকা সেখানেও প্রাণ নিয়ে পৌঁছে যান স্থানীয় নেতারা। দল ও প্রশাসনকে পাশে পেয়ে শিলিগুড়িতে বাড়ছে আতঙ্ক। মহানন্দার জলস্তর বাড়ছে ক্রমাগত। মাটিগাড়া ১ নম্বর ব্লকের প্রমোদ নগর ও বিনয় নগর আঠের ঘাই অঞ্চলের ৬টি বাড়ি জলের তলায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন দার্জিলিং জেলার তৃণমূল কোর কমিটির

আলিপুরদুয়ারের বিত্তিবাড়ির দুর্গত এলাকায় প্রকাশচিক বড়াইক।

নেত্রী পাপিয়া ঘোষ। দুর্গত এলাকার বাসিন্দাদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দিলেন পাপিয়া ঘোষ। পাপিয়া ঘোষ জানান এই মুহূর্তে বিডিও ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বদের নিয়ে দুর্গত মানুষদের পাশে রয়েছেন। জল, ওষুধ, রান্নার স্টোভ, শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাতে জাগবেন বলে পাপিয়া জানিয়েছেন।

মাটিগাড়ায় প্রাণ নিয়ে পৌঁছলেন পাপিয়া ঘোষ।

বন্যা মোকাবিলায় কোচবিহারে বৈঠক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : উত্তরবঙ্গ বিপুল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত। সিকিম, ভুটান থেকে আসা নদীগুলিও বিপদ বাড়াচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতিতে নজর রাখছেন। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনকেও মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বন্যা মোকাবিলায় জরুরি বৈঠকের। সেই নির্দেশমতোই কোচবিহারে উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক হল। শনিবার রাত থেকে বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ-সহ কোচবিহারে বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে তোর্সা নদীতে জারি হয়েছে লাল সর্তকতা। কোচবিহার শহর জলমগ্ন। এই পরিস্থিতিতে জরুরিভিত্তিক বৈঠক হয় জেলাশাসকের অফিসে। রবিবার বিকেলে জেলাশাসকের কনফারেন্স রুমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

বৈঠকে উদয়ন গুহ, জগদীশ বসুনিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অভিজিৎ দে ভৌমিক- সহ আধিকারিকরা।

উদয়ন গুহ, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা কোচবিহার মেডিক্যালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। নদীগুলির জল বাড়ায় জেলার অবস্থা নিয়ে বৈঠকে পর্যালোচনা হয়। নদীতে নেমে কাঠ সংগ্রহ, মাছ ধরা নিয়ে সতর্কতার কথা জানানো হয়েছে। এদিন তোর্সা নদী লাগোয়া বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এছাড়াও তোর্সা নদীর জল বাড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

নাথু-লা ঢাকল তুষারে

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : একদিকে উত্তরবঙ্গের আকাশ যেন ঝরে পড়ছে অবিরাম— প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গোটা অঞ্চল। এরই মধ্যে মরশুমের প্রথম তুষারপাত হল নাথু লায়। একই দিনে প্রকৃতির দুই রূপ— বিপর্যয় আর সৌন্দর্য— দু'দিকেই ছড়িয়ে পড়েছে এই পার্বত্য উপত্যকায়। উত্তরবঙ্গে গত কয়েকদিনের লাগাতার বর্ষণে নদীগুলোর জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বেড়ে উঠেছে। তিস্তা, রায়ডাক, তোর্ষা, জলঢাকা— সব নদীই এখন উজান ধরা প্রবাহে উত্তাল। অন্যদিকে, ঠিক সেই সময়েই নাথু লা পাসে নেমেছে মরসুমের প্রথম তুষারপাত। ভোর থেকেই পাহাড়ের গায়ে সাদা তুষারের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে রাস্তা, ঘর, গাছপালা। হঠাৎ করেই বদলে গেছে দৃশ্যপট—চারপাশ যেন বরফের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য উপভোগ করতে থাকা পর্যটকরা বলছেন, একদিকে খবর শুনছি বন্যার, আর এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি স্বপ্নের মতো তুষারপাত— প্রকৃতির খেয়াল সত্যিই আশ্চর্য।

সবংয়ের বড়চাহারায় মোবাইল দেখা নিয়ে বাবা-মায়ের বকুনি খেয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়ানো লরির মাথায় উঠে শনিবার রাতে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী দশম শ্রেণির পড়ুয়া বুদ্ধদেব মণ্ডল (১৬)। রবিবার লরি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে সবং থানার পুলিশ

সাংসদ তহবিলের টাকায় পাঁচ কোটির প্রকল্পে শুরু হল লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীকে নিরাপদে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে ভেন্টিলেশনের সুবিধাযুক্ত লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স বাঁকুড়া জেলা পুলিশের হাতে তুলে দিলেন সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। শনিবার বাঁকুড়া শহরের দুর্গা কার্নিভালের মঞ্চ থেকে তাঁর বিধায়ক ও সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় কেনা এই অ্যাম্বুল্যান্সের চাবি জেলা পুলিশের ট্রাফিক ডিএসপি কৈলাসপতি মাহাতর হাতে তুলে দেন সাংসদ। একই সঙ্গে এদিন ওই তহবিল থেকে তালডাংরার পাঁচমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, তালডাংরা গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতেও একটি করে অ্যাম্বুল্যান্স ও সিমলাপাল এবং বারিকুল থানার হাতে শববাহী 'স্বর্গরথে'র চাবিও তুলে দেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী ছাড়াও ছিলেন জেলাশাসক সিয়াদ এন, পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, জেলা সভাধিপতি অনসূয়া রায়, বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সাংসদ বলেন, আপাতত ১ কোটি টাকার অ্যাম্বুল্যান্স ও শববাহী গাড়ি দেওয়া হল। যার মধ্যে সব ধরনের সুবিধাযুক্ত প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার একটি অ্যাম্বুলেন্স জেলা পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে জেলার জন্য এ বাবদ প্রায় ৫ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

■ সবুজ পতাকা নেড়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার সূচনায় বাঁকুড়ার সাংসদ, বিধায়ক, জেলাশাসক, এসপি, সভাধিপতি প্রমুখ।

পুজোমণ্ডপে হার চুরি হাতেনাতে পাকড়াও লেডি গ্যাংয়ের ৮ সদস্য

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : প্রতিমার কনকাঞ্জলির সময় মণ্ডপে ঢুকে পড়ে ৮ জনের একটি লেডি গ্যাংয়ের দুষ্কৃতীরা। দেবীকে বরণ করতে আসা মহিলার সোনার হার চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় ওই গ্যাংয়ের এক সদস্য। এরপরই মণ্ডপজুড়ে চলে হুলুস্থুল। পরে পুজো কমিটির হাতে পাকড়াও হয় দলের ৮ সদস্যই। মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল তাদের। এই ঘটনা মেদিনীপুর শহরের ছোটবাজার সর্বজনীন মণ্ডপের। শনিবার বেলা এগারোটা থেকেই শুরু হয় কনকাঞ্জলি। হঠাৎই মণ্ডপে দেখা যায় একাধিক অপরিচিত মহিলাকে। সন্দেহ দানা বাঁধে এলাকার মহিলাদের মনে। নজর রাখা হয় তাদের ওপর। পুজো কমিটির অভিযোগ, কনকাঞ্জলি চলার সময় এলাকার এক মহিলার সোনার হার চুরি করে ওই দলেরই এক সদস্য। এরপরই দলের প্রত্যেক সদস্যকে আটক করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ এসে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে তাদের বাড়ি সাঁতরাগাছি এলাকায়। এরপর তাদের বক্তব্যে সামঞ্জস্য না পেয়ে আটক করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এই দলটি সাঁতরাগাছি থেকে মেদিনীপুরে কী কারণে এসেছিল তা স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

জমি জালিয়াতি-কাণ্ডে ফের ধৃত দু-জন, এই নিয়ে পুলিশের জালে ৭

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বহু-আলোচিত জমি জালিয়াতি-কাণ্ডে ফের গ্রেফতার দু-জন। শনিবার সাঁকরাইল থানার পুলিশ যুগিশোল গ্রামের অনিল মাহাত এবং বাকড়া গ্রামের রুদ্রনারায়ণ মাহাতকে গ্রেফতার করে। রবিবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে এরা দীর্ঘদিন যুক্ত এবং ভুয়ো কাগজপত্রের মাধ্যমে জমি বিক্রির কাজে সক্রিয় ছিল। আগে একই মামলায় আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়ায় ১২৫টি পরিবারের প্রায় ৪০০ একর জমি ভুয়ো নথির মাধ্যমে অন্যের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়।

শিলাবতীর জলস্তর বেড়ে প্লাবিত গ্রামীণ সড়ক, বিঘা-বিঘা ধানজমি

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টি এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় শিলাবতী নদীর জল বেড়ে বাঁকা থেকে মানিককুন্ডু যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পিচ রাস্তা জলমগ্ন। ফলে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত। জলে ডুবে মানিককুন্ডু এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমির ধান জলের নিচে ধান ডুবে থাকায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এবছর বর্ষায় শিলাবতী নদীর জলস্তর বাড়লেই প্রতিবার একই সমস্যার সম্মুখীন হন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগের বন্যায় শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর একাধিক বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। মাঝেমধ্যেই টানা বৃষ্টিতে সেগুলো মেরামতি করা যায়নি। ফলে নদীর জলস্তর বাড়লেই সেই জল চাষের জমি হয়ে গ্রাম ও রাস্তার উপর দিয়ে বইতে থাকে। দ্রুত ভাঙা বাঁধ মেরামতির দাবি জানান তাঁরা।

দামোদরের জলস্তর বাড়তেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুর্গাপুর ব্যারেজে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দামোদর নদের জলস্তর বাড়তেই রবিবার দুর্গাপুর ব্যারেজ পরিদর্শনে এলেন পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির প্রভাবে দামোদর নদে জল বাড়ছিল। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়া শুরু করতেই দুর্গাপুর ব্যারেজেও জলের চাপ বাড়ে। সেই চাপ কমাতে ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া শুরু হয়। রবিবার সকাল থেকে ৭১ হাজার ৭২৫ কিউসেক হারে জল ছাড়া হয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবার দুর্গাপুর ব্যারেজে যান মন্ত্রী। বিসর্জন ঘাট এবং ব্যারেজের চতুর্দিক ঘুরে দেখেন।

■ দুর্গাপুর ব্যারেজ এলাকায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

লক্ষ্মীপুজোই হলদিয়ার ৩ গ্রামের শ্রেষ্ঠ উৎসব, থিম নিয়ে চলছে টেক্কা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● হলদিয়া

দশমীর পরে মনখারাপ নয়। বরং আরও আনন্দ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে হলদিয়ার তিন গ্রামের মানুষের মনে। বছরের পর বছর লক্ষ্মীপুজোই যেন শ্রেষ্ঠ উৎসব হয়ে আসে হলদিয়ার চাউলখোলা, কিসমত শিবরাম নগর ও শোভারামপুর গ্রামের মানুষের কাছে। সারা বছর লক্ষ্মীপুজোর জন্যই অধীর আগ্রহে বসে থাকে গোটা গ্রাম। পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় বিশ্বকর্মা পুজোর সময় থেকেই। এই তিন গ্রামে বড় পুজোর সংখ্যা প্রায় ১৫-২০টি। ভক্তির পাশাপাশি থিমের জোয়ারে কে কাকে টেক্কা দিতে পারে সেই নিয়ে চলে রেষারেষি। মণ্ডপসজ্জা থেকে প্রতিমায় থাকে নতুনত্বের ছোঁয়া। মূলত এই তিনটি গ্রামই কৃষিনির্ভর। তাই লক্ষ্মীপুজো এখানকার শ্রেষ্ঠ উৎসব হওয়ার পেছনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে আনন্দোৎসব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠেন গোটা গ্রামের মানুষ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী ভিড় জমান মণ্ডপে মণ্ডপে। ৬৯তম বর্ষে চাউলখোলা অগ্রণী সংঘের পুজোর থিম 'লক্ষ্মী এলো বাংলার ঘরে'। ধনসম্পদের গোলার আদলে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চতার মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে এখানে। বাজেট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। পুজোর উদ্বোধন করবেন জেলা সভাধিপতি উত্তম বারিক। ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অচিন্ত্য মান্না ও হরিপদ কর বলেন, গ্রাম বাংলার মহিলাদের হাতের তৈরি বিভিন্ন কারুকার্যে

আমাদের প্রতিমা সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়াও শিল্পশহরে দূষণরোধে চারাগাছ বিলি করা হবে। অন্যদিকে কিসমত শিবরামনগর সমন্বয় ক্লাবের পুজোও এবার ৬৯ বর্ষে পড়ল। তাদের থিম 'প্রকৃতি'। যেখানে গাছ, পাখি, ফুলফলের শোভায় ভোরে উঠবে গোটা মণ্ডপ। এলাকার অন্যতম বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যে কিসমত শিবরামনগর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি সংঘের পুজো। তাদের পুজোর ৪৯ বর্ষের থিম 'মোবাইল নয়, বই থাকুক'। বর্তমান মোবাইলনির্ভর সভ্যতা থেকে বেরিয়ে এসে বই পড়ার প্রবণতা বাড়ানোর বার্তা নিয়ে সেজে উঠেছে মণ্ডপ। এই পুজোর উদ্বোধন করবেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। পুজো কমিটির সম্পাদক ভাস্বৎসুন্দর বেরা বলেন, পুজোয় খরচ বাঁচিয়ে আমরা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের আর্থিক সাহায্য করব। এছাড়াও বিভিন্ন গুণী মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ৬৯ বর্ষে কিসমত শিবরামনগরের বিনয়ী সংঘের পুজো। থিম 'আমি সেই মেয়ে'। যেখানে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তার পাশাপাশি নারী নির্যাতনের বিষয়ে তুলে ধরা হবে। এখানে ১৮ হাতের মহালক্ষ্মী পুজো হয়। পুজোর বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অভিজিৎ ঘোড়াই ও সত্যজিৎ ঘোড়াই বলেন, আলপনা প্রতিযোগিতার পাশাপাশি পুজোর কদিন আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। গোটা গ্রাম জুড়ে লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হলেও আকাশে মেঘের ঘনঘটায় কিছুটা হলেও পুজো প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটছে। তারই মাঝে ত্রিপল চাপা দিয়ে ও পাম্প চালিয়ে দিনরাত এক করে পুজোর প্রস্তুতি চালাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 October, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

প্লাবন নিয়ে বৈঠক

■ উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণেও অতিবৃষ্টি ও ডিভিসির অবিবেচকের মতো জল ছাড়ায় বন্যাপরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তা সামলাতে ঘাটালের বন্যাপরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক করলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা পরিষদ শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাও পাতিল, মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস, জেলা পরিষদের কৃষি সেচ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ আশিস হুদাইত প্রমুখ।

নিয়ম ভাঙায় শোকজ

■ দলীয় নিয়ম না মেনে ব্লকের পাঁচ নেতাকে বহিষ্কার করায় ব্লক সভাপতিকেই শোকজ করল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। রবিবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল বিজয়া সম্মিলনীর প্রস্তুতি বৈঠক করে। সেখানেই দলীয় নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে দিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৩ অক্টোবর বর্ধমান ২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি বৈকুণ্ঠপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা জেলা কমিটির সদস্য জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পাঁচজনকে বহিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ সাফ জানিয়ে দেন, দলে কাউকে নিতে গেলে বা বহিষ্কার করতে গেলে জেলা কমিটির মাধ্যমে তা রাজ্যকে জানাতে হবে। তা না মানায় রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে শোকজ করা হল। এদিনের বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ শর্মিলা সরকার প্রমুখ।

সড়ক-দুর্ঘটনা

■ ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে, কাঁকসার দু নম্বর কলোনি এলাকায়। কমবেশি আহত প্রায় ৪০ জন। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিকআপ ভ্যানের চালক গাড়ির মধ্যেই আটকে পড়েন। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় কাঁকসা থানার পুলিশ ও দমকল ক্রেনের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করে। ভ্যানটি পানাগড় মোড় গ্রাম রাজ্য সড়ক ধরে বোলপুরের দিকে যাচ্ছিল। উল্টোদিক থেকে পানাগড়গামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে বন্ধ থাকে যান চলাচল।

বিজয়া সম্মিলনীতে জনজোয়ার

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : কার্নিভাল শেষ হতেই বিজয়া সম্মিলনী শুরু হল জেলায় জেলায়। সেই মতো রায়গঞ্জ ব্লক-২ তৃণমূলের উদ্যোগে

রায়গঞ্জ

রবিবার মহারাজাহাট হাইস্কুলে অনুষ্ঠানে যোগ দেন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক গুণ, মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা, পম্পা সরকার প্রমুখ। এ দিনের অনুষ্ঠানে কর্মী- সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজয়া সম্মেলনীর এই জনস্রোত তৃণমূলের উপর মানুষের আস্থার প্রতিফলন। রবিবার থেকে কালীপুজো পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজয়া সম্মিলনী হবে। সেখানে দলের বক্তব্য জনতার সামনে তুলে ধরবেন জনপ্রতিনিধিরা। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো প্রত্যেক সম্মিলনীতে একজন মুখ্য বক্তা থাকবেন। কানাইয়ালাল জানান, এর মাধ্যমে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি নির্বাচনকে সামনে রেখে জনসংযোগেরও বার্তা দেওয়া হচ্ছে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের।

ঘাটালে বিজয়া সম্মিলনীর প্রস্তুতি বৈঠক

■ অজিত মাইতির নেতৃত্বে চলেছে প্রস্তুতি বৈঠক।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ব্লকে ব্লকে হবে বিজয়া সম্মিলনী। রবিবার পিংলার মাদপুরের দলীয় কার্যালয়ে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব তারই প্রস্তুতি বৈঠক সারলেন। জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি ছাড়াও বৈঠকে ছিলেন ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবির, দাসপুর ও চন্দ্রকোনার বিধায়ক, মূল সংগঠন, শাখা সংগঠন ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা। অজিত জানান, দলের নির্দেশে প্রথমে ব্লকে ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী করতে হবে। যেখানে সমস্ত স্তরের নেতৃত্বকে রাখতে হবে। বিধায়ক ও মন্ত্রীরাও থাকবেন।

গুজরাতে বয়লার বিস্ফোরণে মৃত্যু নন্দীগ্রামের দুই যুবকের

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : গুজরাতের কারখানায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজের সময় বয়লার বিস্ফোরণে মৃত্যু হল নন্দীগ্রামের দুই যুবকের। নাম প্রণব দিন্দা (২৫) ও চন্দন দাস (২৯)। কারখানার তরফে দেহ বাড়িতে পাঠানোর সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে পৌঁছবে দেহগুলি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওঁরা কচ্ছর পাড়ানার একটি কারখানায় কাজ করতেন। শনিবার সকালে ওয়েল্ডিংয়ের কাজের সময় বয়লারে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। দ্রুত সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় চন্দনের। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় প্রণবের। নিহত দুই শ্রমিকের পরিবারকে সাত লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। গত পাঁচ মাস ওই কারখানায় কাজে লেগেছিল। চন্দনের বাড়িতে স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান। প্রণব পরিবারে একমাত্র রোজগেরে। নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তথা ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি শেখ আলরাজি বলেন, খবর পেয়েই এখান থেকে পাঁচজন গুজরাতে মৃতদেহ আনতে গিয়েছেন।

২ জমি জালিয়াত ধৃত

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জমি জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেফতার দুই। এই নিয়ে মোট সাতজন পুলিশের জালে। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার পুলিশ বিশেষ অভিযানে যুগিশোল গ্রামের অনিল মাহাতো এবং বাকড়া গ্রামের রুদ্রনারায়ণ মাহাতোকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। জমি জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে এঁরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিল এবং ভুয়ো কাগজপত্রের মাধ্যমে জমি বিক্রির কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। এর আগে এই মামলায় আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের মধ্যে ছিল মূল পান্ডা সুজিত কুণ্ডু, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সৌরভ মাহাতো। এছাড়াও শুকরঞ্জন মাহাতো, দেবাংশু পাহাড়ি এবং সঞ্জয় দাসকেও পুলিশ গ্রেফতার করে।

মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে আদৃত লক্ষ্মীর পট

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাগুড়ি রোড পালপাড়ায় অন্যরকম ব্যস্ততা। পাড়ার প্রতিটি ঘরে তুলির টান, রঙের খেলা। পটশিল্পীরা লক্ষ্মীর পট তৈরি করছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে। দেখে মনে হয়, বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শিল্পীরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পই তাঁদের অনুপ্রেরণা। পটশিল্পী অজিত পাল বলেন, আগে আমাদের শিল্পকে

অনেকেই গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করার পর থেকে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আরাধনা আরও জনপ্রিয় হয়েছে। ফলে আমাদের পট তৈরির কাজের চাহিদা বেড়েছে। বাড়ি সাজাতে বা পুজোয় লোকে পট কিনছেন। আমরা কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মৃৎশিল্পী দয়াল পাল মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ এবং প্রেরণা থাকলে এই শিল্প কখনও মলিন হবে না। বরং বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমানো টাকায় ধনদেবীর আরাধনা

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের কুলটিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন দেখা গেল। তারই প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করছেন। এবার সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমানো টাকায় লক্ষ্মীপুজো হবে কুলটির বিড়লা রোডে। পুজো কমিটির সদস্যারা জানিয়েছেন, এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে এই লক্ষ্মীপুজো করবেন। এই পুজোর জন্য কোনও চাঁদা আদায় করা হবে না। পুজো মণ্ডপ থেকে প্রতিমা এমনকি পুজোর সমস্ত কিছুই হবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমানো টাকায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় মালক্ষ্মী পূজিত হবেন জেনে খুশি এলাকার মানুষ।

ফসল বাঁচাতে রামকানালি গ্রামে গজলক্ষ্মীর আরাধনা

প্রিন্স কর্মকার • বাঁকুড়া

জঙ্গল-লাগোয়া গ্রামে হাতি এসে হামেশাই হামলা চালায় কৃষিজমিতে। তাদের হাত থেকে ফসল বাঁচিয়ে লক্ষ্মীলাভের আশায় লক্ষ্মীপুজোর পাশাপাশি গজরাজের আরাধনা করেন বাঁকুড়ার রামকানালি গ্রামের মানুষ। সেই গজলক্ষ্মীরই আরাধনা হবে সোমবার। শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো পুরনো রীতি ও বিশ্বাসেই পুজো হয় রামকানালি গ্রামে। মহাধুমধামে পূজিতা হন

লক্ষ্মী। তবে আর পাঁচটা লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে মেলে না রামকানালি গ্রামের মাহিষ্য পরিবারের লক্ষ্মীপুজোর রীতি প্রকরণ। এখানে লক্ষ্মীর অবস্থান হাতির পিঠে। এলাকায় মানুষ নাম দিয়েছেন গজলক্ষ্মী। সওয়া শো বছরের প্রাচীন এই পুজো আজও নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন রামকানালি গ্রামের ৪০টি মাহিষ্য পরিবার। ওঁদের বিশ্বাস, গজলক্ষ্মীর আরাধনায় গজরাজ সন্তুষ্ট হবেন। ফসলের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবেন তাঁরা। মাঠের লক্ষ্মীকে নির্বিঘ্নে বাড়িতে তুলতে পারবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অমানবিক যোগীরাজ্য। মত্ত অবস্থায় নিজের একবছরের সন্তানকে কুপিয়ে খুন করল বাবা! রাতে বাড়ি ফিরে বেসামাল অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একরত্তিকে খুন করে বাবা রূপেশ তিওয়ারি। বালিয়ার ঘটনা। অন্যদিকে, মৈনপুরিতে যৌতুকের দাবিতে গর্ভবতী স্ত্রী রজনীকে খুন করল স্বামী শচীন

বিজেপির অপশাসনে রাজ্যে-রাজ্যে অব্যাহত জঙ্গলরাজ

রাতে পার্টিতে ডেকে হরিয়ানায় গণধর্ষণ তরুণী-শিক্ষিকাকে

গুরুগাঁও: লজ্জা! নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে এমন এক জঘন্য ঘটনা বেমালুম চেপে গিয়েছিল গেরুয়া পুলিশ। কিন্তু পারল না। শেষপর্যন্ত তা উঠে এল প্রকাশ্যে। বিজেপি শাসিত হরিয়ানার গুরুগাঁওতে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক শিক্ষিকা। একটি পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষার নাম করে ২৯ বছরের ওই শিক্ষিকাকে ডেকে পাঠায় তাঁর এক বন্ধু। সরল বিশ্বাসে তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হন বন্ধুর কাছে। ওই বন্ধু তার আর এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ওই শিক্ষিকাকে। তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে সাহায্য তো দূরের কথা, উল্টে আরও ৩ বন্ধু মিলে ধর্ষণ করে ওই তরুণীকে। তখন গভীর রাত। ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে গত ১ অক্টোবর। সেইসঙ্গে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, যোগীরাজ্যের মতোই গেরুয়া হরিয়ানাও ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে মহিলাদের পক্ষে। নারীদের নিরাপত্তা বলে থাকছে না আর কিছুই। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা শিক্ষিকা স্বামীর সঙ্গে থাকেন গুরুগাঁওতে। শহরেরই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশি ভাষা পড়ান তিনি। গত সেপ্টেম্বরে একটি পার্টিতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় গৌরব নামে এক যুবকের। তারপরেই মোবাইল নম্বর আদান-প্রদান। বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়। দু'জনে দেখাও করেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু তার পরিণতি

যে এমন ভয়ঙ্কর হবে তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি নির্যাতিতা। তাই বিশ্বাস করে রাতেও সাড়া দিয়েছিলেন গৌরবের ডাকে। সেই সুযোগটাই কাজে লাগায় গৌরব। কোনও পার্টিতে নয়, তরুণী শিক্ষিকাকে নিয়ে তোলে সে নীরজ নামে তার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেই তারা একে একে ৪ জন মিলে গণধর্ষণ করে অসহায় শিক্ষিকাকে। ধর্ষিতার আর্তচিৎকার শুনেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি কেউই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, পরের দিন সকালে নির্যাতিতা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি তাঁর কথার! হেসেই উড়িয়ে দেয় পুলিশ। পরে অবশ্য চাপে পড়ে গৌরব, নীরজ, যোগেশ এবং অভিষেক নামে ৪ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

কোচিং সেন্টারে বিস্ফোরণ যোগীরাজ্যে, নিহত ২ পড়ুয়া

ফারুখাবাদ: কোচিং সেন্টারে রহস্যজনক বিস্ফোরণ যোগীরাজ্যে। নিহত অন্তত দু'জন। গুরুতর জখম হয়েছেন কমপক্ষে আরও বেশ ১০ জন। প্রত্যেকেই পড়ুয়া বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদে, শনিবার সন্ধ্যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। কোচিং সেন্টারে তখন অন্যদিনের মতোই পড়তে এসেছিলেন ছাত্র- ছাত্রীরা। আচমকাই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। দেখা যায় রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। বাকিরা আতঙ্কে দিশাহারা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ এবং দমকল। উদ্ধারকাজে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয়রাই। গুরুতর জখমদের পাঠানো হয়

হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। তবে বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারছেন না সুনির্দিষ্টভাবে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, বিস্ফোরণের নেপথ্যে মিথেন গ্যাস। কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জমাট বেঁধেছিল এই গ্যাস। তা থেকেই ভয়ঙ্কর শব্দে বিস্ফোরণ। নাশকতার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এই ঘটনায় যোগী প্রশাসনের অপদার্থতাকেই দায়ী করেছেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। রাজ্যজুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। প্রশ্ন একটাই, গেরুয়া রাজত্বে কি নিরাপদ নয় কোচিং সেন্টারের পড়ুয়ারাও?

ঘুম ভাঙল গেরুয়া সরকারের, বিষাক্ত সিরাপ-কাণ্ডে গ্রেফতার চিকিৎসক

নয়াদিল্লি ও ভুপাল: এতদিনে ঘুম ভাঙল মধ্যপ্রদেশের গেরুয়া সরকারের? বিষাক্ত কাফ সিরাপে এতগুলো নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর পরে টনক নড়ল কেন্দ্রের মোদি সরকারের? নাকি চাপে পড়ে মুখরক্ষা করতে শুধুই আইওয়াশ? কাশির সিরাপ খেয়ে কিডনি বিকল হয়ে অন্তত ১১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বিজেপির মধ্যপ্রদেশে। আর এক গেরুয়া রাজ্য রাজস্থানেও প্রাণ গিয়েছে আরও অন্তত ২ শিশুর। স্থানীয় মতে ২ রাজ্য মিলিয়ে মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ১৮। এবার মধ্যপ্রদেশে যে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে লেখা সিরাপ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে অধিকাংশ শিশুর, গ্রেফতার করা হল সেই প্রবীণ সোনিকে। কোল্ডরিফ সিরাপ প্রস্তুতকারক স্রেসান ফার্মাসিউটিক্যাল কর্তৃপক্ষ এবং ডাঃ সোনির বিরুদ্ধে আগেই এফ আই আর করেছিলেন ছিন্দওয়াড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার। এদিকে বিতর্কিত কোল্ডরিফ সিরাপটি যে চরম ক্ষতিকারক তার প্রমাণ মিলেছে গবেষণাগারে পরীক্ষাতেই। দেখা গিয়েছে, সিরাপে রয়েছে ৪৮.৬ শতাংশ ডাই-ইথাইল গ্লাইকল। এই ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থটি কিডনি বিকল করে দিতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। ঘটতে পারে মৃত্যুও। মধ্যপ্রদেশে মৃত শিশুদের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। শনিবারই মধ্যপ্রদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোল্ডরিফ। আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে রাজস্থানেই। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একই পথে হেঁটেছে কেরল সরকারও। এদিকে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিব জরুরি ভিত্তিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সব রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব কাশির সিরাপগুলির গুণগতমান এবং ব্যবহার নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে উচ্চস্তরের বৈঠকে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশিকা দিয়েছে। সমস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারকদের সংশোধিত সময়সূচি কঠোরভাবে নজরদারির উপর জোর দেওয়া।

বিহারে বিধানসভা ভোট ২২ নভেম্বরের আগেই নিয়মে পরিবর্তন আনল নির্বাচন কমিশন

পাটনা: ২২ নভেম্বরের আগেই শেষ হবে বিহারের নির্বাচনী প্রক্রিয়া। জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তবে বিধানসভা নির্বাচন ঠিক কবে হবে তা নিয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বললেন না তিনি। রবিবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বললেন, দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে খুব শিগগিরি। কমিশনের ইঙ্গিত, ছটপুজো মিটলেই শুরু হবে ভোটপর্ব। কারণ, চলতি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২২ নভেম্বরই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন ভোটগ্রহণে বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। প্রথমবার ইভিএম ব্যালট চালু হচ্ছে বিহার বিধানসভা নির্বাচনেই। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে থাকবে প্রার্থীর রঙিন ছবি। সঙ্গে বড় হরফে ছাপা থাকবে প্রার্থীর নামও। সাদা-কালো ব্যালট পেপারে দলের প্রতীক চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা গেলেও প্রার্থীর চেহারা বুঝতে বেগ পেতে হয় অনেক ভোটারকে। তাই এই নয়া ইভিএম। পরিবর্তন আসছে পোলিং স্টেশন ম্যানেজমেন্টেও। বুথস্তরের কর্মকর্তাদের আরও ভালভাবে চেনার জন্য চালু করা হচ্ছে বিশেষ পরিচয়পত্র। বুথের ভেতরে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকতে পারবেন না ভোটাররা। জমা রাখতে হবে বাইরে একটি ঘরে। কোনও ভোটকেন্দ্রেই থাকবে না ১২০০ জনের বেশি ভোটার। এসআইআরের পরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই বিহার সফরে এসেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে বিজেপির নির্দেশে কারচুপি চলছে ভোটার তালিকায় সেই বিজেপির ঘরেই এক

আসন ভাগে অশান্তি গেরুয়া শিবিরে

ঘোর অশান্তি আসন ভাগাভাগি নিয়ে। এদিন আসন রফা নিয়ে বৈঠকে বসেন বিজেপির পর্যবেক্ষক ধর্মেন্দ্র প্রধান ও জিতনরাম মাজি। বর্তমানে কেন্দ্রের মন্ত্রী জিতনরাম। সূত্রের দাবি শিয়রে ভোট অথচ আসন রফা নিয়ে এনডিএ শিবিরের দড়ি টানাটানির চলছেই। এদিন এনডিএ শরিক দলের দুই নেতার মধ্যে বৈঠকে হয় মাত্র ১৫ মিনিট। দর কষাকষিতে কলকে না পেয়ে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান ক্ষুব্ধ জিতনরাম। মূলত আসন রফা নিয়ে এদিন বৈঠকে হয়। সূত্রের খবর, জিতনরাম মাজি ২২টি আসনের দাবি জানান বিজেপিকে। কিন্তু মাত্র ৭টি আসনে রফাতেই আলোচনা থমকে যায়। বিজেপির তরফে খুব বেশি হলে ১০টির কম আসন দেওয়া হতে পারে তাঁর দল হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চাকে। এতেই রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মাজি।

ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে চম্পট ১৮ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর

আগরতলা: জেল ভেঙে ৬ দাগী আসামির পলায়নপর্বের পরে বিজেপির ত্রিপুরায় এবারে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে চম্পট দিল ১৮ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। পশ্চিম ত্রিপুরার নরসিংহগড়ের একটি ডিটেনশন সেন্টার থেকে চম্পট দিয়েছে তারা। এই ঘটনা প্রমাণ করল জেলের নিরাপত্তা তো দূরের কথা, ডিটেনশন ক্যাম্পেও যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। স্বাভাবিকভাবেই ঝড় উঠেছে প্রবল সমালোচনার। গভীর অস্বস্তিতে বিজেপি সরকার। জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ধৃত এই ১৮ জনকে কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি চলছিল। তার আগেই উড়ে গেল পাখি। মানে অনুপ্রবেশ রুখতেও ব্যর্থ বিজেপি, অক্ষম পুশব্যাকেও। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে অনেক পরে।

প্রতিমা বিসর্জনে ধুন্ধুমারকাণ্ড কটকে

কটক: দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনকে কেন্দ্র করে শনিবারের পর রবিবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বিজেপি-শাসিত ওড়িশার কটকে। উচ্চৈঃস্বরে গান বাজানো নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। দরগাবাজারে দুদলের মধ্যে শুরু হয় ইট-ছোঁড়াছুঁড়ি। জখম কয়েকজন পুলিশ অফিসার। প্রতিবাদে ডাক দেওয়া হয় বন্ধেরও। ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন।

দেশ বিদেশ
6 October, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের। অমৃতসর থেকে বার্মিংহামগামী ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়তেই ফিরল আমেদাবাদ দুর্ঘটনার স্মৃতি। যদিও পাইলটের তৎপরতায় ফ্লাইটের সফল অবতরণ হয়

ভারতের আইনি ব্যবস্থা বুলডোজারের শাসন নয়, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই আইনের লক্ষ্য

নয়াদিল্লি: ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই সম্প্রতি মরিশাসে সরকারি সফরে গিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির 'বুলডোজার নীতি' যে ভারতের আইনি ব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার উল্লেখ উঠে এসেছে গাভাইয়ের বক্তব্যে। মরিশাসে 'স্যার মরিস রাউল্ট মেমোরিয়াল লেকচার ২০২৫' -এর বিষয় ছিল 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে আইনের শাসন'। তাঁর বক্তব্যের মূল অংশে প্রধান বিচারপতি গাভাই অসাংবিধানিক বুলডোজার নীতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই রায় সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে ভারতীয় আইনি ব্যবস্থা আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত, বুলডোজারের শাসন দ্বারা নয়। প্রধান বিচারপতি গাভাই মহাত্মা গান্ধী এবং বি আর আম্বেদকরের উদ্ধৃতি দিয়ে 'ন্যায্য' এবং 'অন্যায্য' আইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি তুলে

ধরেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, কোনও কিছু বৈধ বা আইনসম্মত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তা ন্যায্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ইতিহাসের বেদনাদায়ক সত্যগুলির উদাহরণ টেনে বলেন, একসময় দাসত্ব বৈধ ছিল এবং ভারতে ঔপনিবেশিক আইন যেমন ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট ১৮৭১-এর মাধ্যমে জন্মগতভাবে সমগ্র সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই উদাহরণগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে কেবল বৈধতাই ন্যায্যতা বা বিচার প্রদান করে না। এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটিই ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম ভিত্তি।

প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, সংবিধানের ৩২ ধারা এই নীতিকে মূর্ত করে তোলে যে আইনকে অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দুর্বলদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যেন ক্ষমতার প্রয়োগ নৈতিকতার সঙ্গে করা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে আইনের শাসনের ধারণাটি শুধুমাত্র আইনি নথিপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামাজিক ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক অবিচার দূর করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলি প্রায়শই তাদের উপর চাপানো দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই আইনগুলিকে ব্যবহার করেছে। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এটি আইনের বৈধতা পরীক্ষা এবং সাংবিধানিক আদেশগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নির্দেশক নীতি হিসাবে পরিপক্বতা লাভ করেছে।

গাজায় ত্রাণ দিতে গিয়ে ফের ইজরায়েলের হেনস্থার মুখে পড়লেন গ্রেটা-সহ সমাজকর্মীরা

গাজা: ইজরায়েলি হামলায় কার্যত মৃত্যুপুরী গাজায় অনাহারে প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। অসহনীয় অবস্থা ক্ষুধার্ত শিশুদের। বেসামরিক নাগরিকদের উপর আক্রমণের পাশাপাশি নির্লজ্জ আক্রমণ করা হচ্ছে গাজায় ত্রাণ বিলি করতে যায় সমাজকর্মীদের। ত্রাণ দিতে গিয়ে ফের ইজরায়েলের হেনস্থার মধ্যে পড়তে হল বিখ্যাত পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ ও অন্যদের। এর আগেও তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি সেখানে। অপহরণ করে সরিয়ে

নিয়ে যাওয়া হয়। আবার একই কাণ্ড নেতানিয়াহুর দেশের সেনার। গাজায় প্রবেশ করতে চাওয়ায় আটক করা হয় গ্রেটাকে। সেইসঙ্গে তাঁর চুল ধরে টেনে, জোর করে গায়ে ইজরায়েলের পতাকা জড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করলেন সুইডেনের পরিবেশকর্মী। সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে গ্রেটার সঙ্গে থাকা এক সমাজকর্মী জানিয়েছেন, এটা একটা বিপর্যয়। আমাদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হয়েছে। গ্রেটা থুনবার্গকে চুল ধরে টানা হয়। তাঁকে ইজরায়েলের পতাকা পরানো হয় জোর করে। আমাদের হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হয়। নড়াচড়া করলেই মারা হচ্ছিল। ওরা হাসছিল, অপমান করছিল। মানসিক ও শারীরিক দু'ভাবেই হেনস্থার শিকার হতে হয়।

জানা গিয়েছে, শনিবার ১৩৭ জন সমাজকর্মীর একটি দল ইস্তানবুলে পৌঁছয়। তুরস্কের বিদেশমন্ত্রকের সূত্রে বলা হয়েছে, ওই দলে তুরস্কের ৩৬ জন নাগরিক ছিলেন। বাকিরা আমেরিকা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, মরক্কো, আলজিরিয়া, ইটালি, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, জর্ডন ইত্যাদি দেশ থেকে এসেছিলেন। আর সেই দলেই ছিলেন গ্রেটা থুনবার্গ।

ধস ও হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপাল, মৃত্যু

কাঠমান্ডু: ভারী বৃষ্টির জেরে ভূমিধস ও হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপাল। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেকেই নিখোঁজ। ভারত সীমান্তবর্তী পূর্ব ইলম জেলাতেই শুধু মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। এর পাশাপাশি বন্যায় ভেসে গিয়ে নিখোঁজ অনেকে। দেশের নানা প্রান্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর মিলেছে। শুক্রবার থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে নেপালজুড়ে। বহু জায়গায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। নেমেছে হড়পা বান। প্রায় সব নদীই বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। দুর্গতদের উদ্ধারকাজে নেমেছে প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ভারী বৃষ্টিপাতের পর সপ্তকোশী নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সীমান্তবর্তী কোশী বাঁধের ৫৬টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকাল থেকে পূর্ব সিকিমের নাথু-লায় প্রবল তুষারপাত শুরু হয়। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাদ থেকে গাছপালা সমস্ত অঞ্চল। বরফাবৃত এই নৈসর্গিক দৃশ্যের টানে গাড়ি নিয়ে পর্যটকেরা আসছেন, ছবি তুলছেন। প্রবল বর্ষণ আর ভূমিধসে যখন বিপর্যস্ত দার্জিলিং-সহ বাংলার উত্তরপ্রান্ত, তখন পূর্ব সিকিমে হিমালয়ের গিরিপথ নাথু-লায় শুরু হয়েছে তুষারপাত। গ্যাংটক থেকে চিন সীমান্তের কাছে নাথু-লা পাস, ছাঙ্গু লেক এবং সংলগ্ন জায়গায় বরফ পড়া শুরু হয় রবিবার সকাল থেকে। এটি সিকিমে চলতি মরশুমের প্রথম তুষারপাত।

আজ উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

হেল্পলাইন নম্বর (৯১ ৯১৪৭৮ ৮৯০৭৮)। পরিস্থিতি সামাল দিতে রবিবারই নবান্ন থেকে রওনা হয়েছে একটি বিশেষ প্রশাসনিক দল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সচিবের নেতৃত্বে ওই দলে রয়েছেন কৃষি দফতরের সচিব, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের সচিব-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করবেন। উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলাকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। নিচু এলাকা ও নদীতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজও চলছে জোরকদমে।

গোটা পরিস্থিতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কাল (শনিবার) রাত্রে উত্তরবঙ্গে কয়েক ঘণ্টার বিপুল বৃষ্টি হওয়ায় এবং বাইরে থেকে নদীর জল আমাদের রাজ্যে বিপুল পরিমাণে এসে পড়ায় বিশেষত উত্তরবঙ্গে উদ্বেগজনক বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

রাতে উত্তরবঙ্গে ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি হঠাৎ-বৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সংকোশ নদী এবং সাধারণভাবে সিকিম ও ভুটান থেকে বিভিন্ন নদীর বিপুল পরিমাণ জল এ-রাজ্যে চলে আসায় বন্যা-পরিস্থিতির অবনতি হয়। অকস্মাৎ এই বিপুল বৃষ্টিতে এবং নদীর বন্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমাদের কয়েকজন ভাই-বোনকে আমরা হারিয়েছি বলে খবর এসেছে। এই দুঃসংবাদে আমি আন্তরিকভাবে মর্মাহত। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রত্যেক পরিবারের কাছে আমাদের সহায়তা অবিলম্বে পৌঁছে যাবে।

জলের ভয়ংকর তোড়ে দুটি লোহার সেতু ভেঙে গেছে, প্রচুর রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষত মিরিক, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, মাটিগাড়া এবং আলিপুরদুয়ার থেকে আমাদের কাছে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির খবর আসছে। আমি গতকাল (শনিবার) রাত থেকেই পরিস্থিতির উপরে টানা নজর রেখেছি। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব, পুলিশের ডিজি, উত্তরবঙ্গের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং করেছি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে সেই মিটিংয়ে ছিলেন গৌতম দেব ও অনিত থাপা।

আমি সর্বক্ষণ সকলের সঙ্গে যোগাযোগে আছি এবং এই সূত্রে আগামী কাল নিজেই মুখ্যসচিব-কে নিয়ে উত্তরবঙ্গ যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের প্রতি আমাদের পরামর্শ, যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আমাদের পুলিশ আপনাদের উদ্ধার করে নেবে। এই উদ্ধার-সংক্রান্ত খরচ আমাদের এবং পর্যটকদের এই বাবদ উদ্বিগ্ন না হবার জন্য অনুরোধ করছি।

প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য মিরিকের মতো কিছু কিছু জায়গা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যদিও আরও অনেক এলাকা আমাদের নজরে আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সব খবর রাখছি, প্রয়োজনমতো নির্দেশ দিচ্ছি এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা করছি। আমাদের অফিসার ও পুলিশ সর্বত্র ও সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে সকল সহায়তা নিয়ে পৌঁছে যাবে।

রাজ্য সদর দফতর এবং জেলাগুলি ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম খুলে রাখছে। যে কোনও প্রয়োজনে আমাদের নবান্নে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করুন।

টোল-ফ্রি নম্বর : ০০৯১-২২১৪-৩৫২৬/ ০০৯১-২২৫৩-৫১৮৫ / ৯১-৮৬৯৭৯-৮১০৭০/ ১০৭০।

সকলে মিলে পাশে দাঁড়াই

(প্রথম পাতার পর)

পরিস্থিতি হয়েছে। মিরিক, জোড়বাংলো-সুখিয়াপোখরি এবং ফালাকাটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা একযোগে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ চালাচ্ছেন। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি লেখেন, এই কঠিন সময়ে আপনারা কেউ একা নন। আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। সমবেত সাহস, মানবিকতা এবং মা দুর্গার আশীর্বাদেই আমরা একসঙ্গে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খোলা হাওয়া

১৩
৬ অক্টোবর ২০২৫
সোমবার

6 October, 2025 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

সম্প্রতি যোগেন চৌধুরী সেন্টার অফ আর্টস, চারুবাসনা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বইওয়ালা প্রকাশন আয়োজিত বইওয়ালার বইআড্ডা শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ

উলটপুরাণ

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে নৃত্য প্রতিষ্ঠান গুরুকুল নিবেদন করেন নৃত্য গীতি-আলেখ্য উলটপুরাণ। যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু ঐতিহ্য বহন করে, তা এক পরিচিত ছন্দে চলে— বছরের পর বছর ধরে লালিত ও অনুশীলিত হয়। কিন্তু যদি আমরা একটু থেমে, সেই চেনা পরিচিত ছকের বাইরে নতুন সম্ভাবনার দিকে তাকাই এবং সেই পরিচিত অনুভবকে নতুনভাবে কল্পনা করি, অনুধাবন করি, তাহলে যা নির্মাণ হবে, তা হবে একেবারে নতুন এক দৃষ্টান্ত, নতুন এক শৈলী ও অভিব্যক্তি। পুরাতনের ভিতর লুকিয়ে থাকা এক নতুন সম্ভাবনা, এক নতুন ভাষা। এটাই 'উলটপুরাণ'— পুরনোকে নতুন করে ভাবা। বাংলার দুই প্রধান সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং কীর্তন। বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্য শিল্পী সুতপা তালুকদার এই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে নিমগ্ন হয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অজানা ও অনাবিষ্কৃত তালের এক গোপন ভাণ্ডার খুঁজে পেলেন আর কীর্তনের আবেগে সমৃদ্ধ করে তৈরি করলেন 'উলটপুরাণ'। প্রযোজনাটিতে সঙ্গীত আয়োজন করেছেন পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

নাট্যসন্ধ্যা

সম্প্রতি মধুসূদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক নাট্যসন্ধ্যা। নাটকে আটক নাট্যগোষ্ঠীর পথচলা শুরু ২০০৫ সালে হাইল্যান্ড পার্ক আবাসনের বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আবাসিকদের পুজোর অনুষ্ঠান দিয়ে। সময় গড়িয়েছে, দলে অনেকে যুক্ত হয়েছেন, আবার অনেকে চাকরির সুবাদে বাধ্যো হয়েছেন কলকাতার বাইরে, এমনকী দেশের বাইরেও চলে যেতে। কিন্তু সবাই এখনও নাটকে আটক রয়ে গেছেন। এই দশ বছরে অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাঁরা। এই বছর তাঁদের দশম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রথমেই ছিল নাটকের গান। পরিবেশনায় ছিলেন এই প্রজন্মের দুই অত্যন্ত গুণী শিল্পী প্রকৃতি মুখোপাধ্যায় ও প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায়। এরপর, নাটকে আটক গোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে জড়িত থাকা বিশিষ্ট কলাকুশলীদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের পরবর্তী ভাগে মঞ্চস্থ হয় বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও ডঃ সন্দীপ রায় নির্দেশিত দমফাটা হাসির নাটক 'সোনার মাদুলী'। নাটকের মুখ্য চরিত্রে ছিলেন দেবাশিস সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনায় ছিলেন ডঃ শর্মিষ্ঠা রায়।

শারদ সমারোহ

বার্তা ও মননের উদ্যোগে আয়োজিত হল চতুর্থ বর্ষের শারদ সমারোহ ১৪৩২। আইসিসিআরের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত এই বর্ণময় অনুষ্ঠানে ভরে উঠেছিল উৎসবের আবহ। কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, গান, নাচ ছাড়াও প্রকাশিত হয় ৬টি পত্রিকা ও ৪১টি বই। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবিতা-ছবির গ্যালারি এবং ফেসবুক পেজদের অনুষ্ঠান। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধকে সামনে রেখে ৫০ জন পথশিশুর হাতে পুজোর জামা তুলে দেওয়া হয়।

প্রকাশিত হয় শব্দসাঁকোর সপ্তদশ বর্ষের শারদ সংখ্যা। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুমন ভট্টাচার্য, ঋজুরেখ চক্রবর্তী, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, অয়ন পাল ও বইকরিগর ঐহিদ আলি মণ্ডল। আয়জকদ্বয় সৌরভ বিশাই ও সায়ন্তী পাল জানান দীপাবলির পূর্বে দিঘায় সারা বাংলা কবিতা উৎসবের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কবিতার খাতা

৪ অক্টোবর ত্রিধারা পুজো মণ্ডপে প্রকাশিত হয় দেবযানী বসু কুমারের চতুর্থ কবিতার বই 'কবিতার খাতা'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার প্রমুখ। অতিথিরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরিবেশিত হয় গান, আবৃত্তি, কবিতাপাঠ। বইটি প্রকাশিত হয়েছে কারিগর থেকে। সঞ্চালনা করেন দেবাশিস বসু।

আলোচনাসভা

সম্প্রতি কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে 'সবার খবর' পত্রিকার ১৭ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাপ্তাহিক 'ফুটপাথ' পত্রিকা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজনেরা। সমবেত উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বাঘাযতীনের সুরশ্রী গ্রুপের শিল্পীরা। এরপর গাছে জল ঢেলে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে বৃক্ষ রোপণের বার্তা দেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপরে যে অত্যাচার চলছে তার বিপক্ষে 'বাংলা ভাষা ও বাঙালি' শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন সিদ্ধার্থ সিংহ, জয়ন্ত রসিক, আব্দুল মান্নান, আবুল বাসার হালদার, বদরুদ্দোজা হারুন, সৈয়দ রেজোউল করিম প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন ঝুমা সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য।

আলাদিন

সম্প্রতি জ্ঞান মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়ে গেল নাটকওয়ালা কলকাতার নবতম প্রযোজনা 'আলাদিন'। নির্দেশনায় ছিলেন সানি চট্টোপাধ্যায়। আরব্য রজনীর অমর কাহিনির উপর ভিত্তি করে বাংলায় নাটকটির রূপান্তর ও প্রয়োগ করেছেন পরিচালক। এই নাটক মানব সমাজের দুর্দশা, লোভ, ক্ষমতার মোহ, বিশ্বাসঘাতকতার মতো বিষয়কে যেমন তুলে ধরে, তেমনই জাদুকরী উপাদান এবং ইচ্ছাপূরণের কল্পকথাকেও একত্র করে। জিনি চরিত্রের মাধ্যমে এই কঠিন বাস্তবতা প্রকাশিত হয়। সংগ্রাম আছে। তার বিয়ের জন্য পাত্র বাছাই চলছে। কিন্তু সে স্বাধীনতা ও ভালবাসায় বাঁচতে চায়। একদিন সাধারণ লোকের বেশে শহরে বেরিয়ে এসে ঘোরার সময় আলাদিনের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা একে অপরকে ভালবেসে ফেলে। কিন্তু হঠাৎই আলাদিন ধরা পড়ে যায়। তার গ্রেফতারির নেপথ্যে থাকে সুলতানের লোভী ও ষড়যন্ত্রী মন্ত্রী জাফর। তার দরকার এমন একজন পবিত্র হৃদয়ের মানুষ, যে গুহামন্দির থেকে জাদুর প্রদীপ আনতে পারবে। আলাদিন সেখানে গিয়ে প্রদীপ হাতে পায় এবং মুক্তি দেয় জিনিকে। জিনি তাকে ৩টি ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

আগ্রার জনবহুল, রঙিন শহরে আবদ্ধ এই নাটক। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আলাদিন। সে এক গরিব কিন্তু দয়ালু যুবক, যাকে বলা যায় কাঁচা হিরে। সে চুরি করে বেঁচে থাকে। কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তার নিয়তি অনেক বড় কিছুর জন্য অপেক্ষা করে আছে। অন্যদিকে প্রাসাদে সুলতানের মেয়ে রাজকুমারী জেসমিনেরও নিজের রাজকুমারীর মন জিততে আলাদিন রাজপুত্র হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আলি এবং রাজকুমারী তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হয় এবং ব্যর্থ হয় জাফরের সমস্ত ষড়যন্ত্র। প্রসঙ্গত আরব্য রজনীর আশ্চর্য জগৎকে মঞ্চে নিয়ে আসে একঝাঁক তরুণ নাট্যপ্রাণ। সকলের অভিনয়ই উল্লেখের দাবি রাখে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সঞ্জু শেষ একদিনের ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছে। ওকে সর্বত্র ব্যাট করানো হচ্ছিল। এর মধ্যে জুরেল আবার কোত্থেকে এল? প্রশ্ন শ্রীকান্তের

জিতেও শিল্ড হাতছাড়া মেসিদের

ফ্লোরিডা, ৫ অক্টোবর : টানা দুটো ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর, জয়ে ফিরল ইন্টার মায়ামি। মেজর লিগ সকারে তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে নিউ ইংল্যান্ডকে। গোল না পেলেও, অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক করেছেন লিওনেল মেসি।

তবে এমন দিনেও হতাশা পিছুন ছাড়েনি মেসিদের। লিগের অন্য ম্যাচে ফিলাডেলফিয়া ১-০ গোলে হারিয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটিকে। ফলে মায়ামিকে টপকে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে ফিলাডেলফিয়া। ৩৩ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ফিলাডেলফিয়া। সেখানে ৩২ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ৫৯। শেষ দুটো ম্যাচ জিতলেও ফিলাডেলফিয়াকে ছুঁতে পারবেন না মেসিরা।

বিপক্ষের গোলমুখে হানা মেসির।

নিউ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩২ মিনিটেই মেসির পাস থেকে বল পেয়ে গোল করেন তাদেও আয়েন্দে। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে আরেক সতীর্থ জর্দি আলবাকে দিয়ে গোল করান মেসি। ৫৯ মিনিটে নিউ ইংল্যান্ডের ডোর টুরগেমেন ব্যবধান কমালেও, এক মিনিট পরেই মেসির ঠিকানা লেখা পাস থেকে ৩-১ করে দেন আয়েন্দে। ৬৩ মিনিটে দলের চার নম্বর গোলটি করেন আলবা। মেসিদের পরের দুটো ম্যাচ যথাক্রমে আটলান্টা ইউনাইটেড (১২ অক্টোবর) ও নাশভিলের (১৯ অক্টোবর) বিরুদ্ধে। এদিকে, শিল্ড হাতছাড়া করে হতাশ ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো। গত বছর এটি ট্রফি জিতেছিল মায়ামি। মাসচেরানো বলছেন, আমি হতাশ। ভেবেছিলাম, টানা দ্বিতীয়বার এই ট্রফিটা জিতব। তবে নিজেদের কিছু ভুলেই এটা হাতছাড়া হল। তবে ভেঙে পড়ার কোনও কারণ নেই। শেষ দুটো ম্যাচ জেতাই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

জন্মদিনে নেটে ফিরলেন ঋষভ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : পায়ের চোট সারিয়ে নেটে নেমে পড়লেন ঋষভ পন্থ। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভাঙা পা নিয়েও ভারতের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটারের লড়াই ক্রিকেটের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ৪ সেপ্টেম্বর ছিল পন্থের ২৮তম জন্মদিন। বিশেষ দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করেন ঋষভ।

মাঠ সংলগ্ন জিমে ওয়ার্ক আউট করার ফাঁকেই বন্ধুদের সঙ্গে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন পন্থ। শেষে প্যাড পরে, গ্লাভস ও ব্যাট হাতে নিয়ে সোজা নেটে চলে যান। বোলারদের ডেকে নিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন সারেন। জন্মদিন উদযাপন ও নেটে নামার ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন ঋষভ। শুভেচ্ছাবার্তার জন্য ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ফিট হতে পারেননি তিনি। অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান ডে, টি-২০ দলেও নেই। তবে নভেম্বরে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে চূড়ান্ত ফিট হতে মরিয়া ঋষভ।

জোড়া গোলে ভিনির কামাল

মাদ্রিদ, ৫ অক্টোবর : লা লিগায় জয়ের সরণিতে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। মাদ্রিদ ডার্বিতে অ্যাটলেটিকোর কাছে হারের ধাক্কা সামলে রিয়াল ৩-১ গোলে হারিয়েছে প্রতিপক্ষ ভিয়ারিয়ালকে। দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। জোড়া গোল করেন তিনি। একটি গোল কিলিয়ান এমবাপের। এই জয়ের সুবাদে ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট হল রিয়ালের।

এদিকে, হেরে গেলেও, প্রথমার্ধে রিয়ালের সঙ্গে সমানতালে লড়ে গিয়েছে ভিয়ারিয়াল। বিরতির আগে দুই দলের কাছেই সুযোগ এসেছিল। যদিও তা কাজে লাগাতে পারেননি ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু

ভিনিসিয়াসকে অভিনন্দন এমবাপের।

হওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই ভিনিসিয়াসের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ব্রাজিলিয়ান তারকার শট এক বিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সেই ভিনিসিয়াস-ই। ৭৩ মিনিটে অবশ্য ১-২ করে দিয়েছিল ভিয়ারিয়াল। গোলদাতা জর্জেস মিকাউতাদজে। কিন্তু ৭৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ভিয়ারিয়ালের সান্তিয়াগো মৌরিনো। ফলে ম্যাচের বাকি সময় তাদের ১০ জনে খেলতে হয়েছে। সেই সুযোগে ৮১ মিনিটে ৩-১ করে দেন এমবাপে। চলতি লিগে এমবাপের এটি নবম গোল।

ম্যাচের পর, ভিনিসিয়াস ও এমবাপের প্রশংসা করেছেন জবি আলোনসো। রিয়াল কোচের বক্তব্য, ভিনি দারুণ খেলেছে। ওর কাছ থেকে এই ফুটবলই প্রত্যাশা করি। আর কিলিয়ানকে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আশা করি, গোটা মরশুম ওরা এই ফর্ম ধরে রাখবে।

ব্রাজিলের বিদায়, জয়ী আর্জেন্টিনা

সান্তিয়াগো, ৫ অক্টোবর : চরম দুঃসময় ব্রাজিলীয় ফুটবলের। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ থেকেই ছিটকে গেল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। অন্যদিকে, নিজের গ্রুপের শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে উঠেছে আর্জেন্টিনা। সি গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর সঙ্গে ড্র করেছিল ব্রাজিল। কিন্তু পরের ম্যাচে মরক্কোর কাছে হেরে যায়। ফলে স্পেনের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটা জিততে হত ব্রাজিলকে। কিন্তু ০-১ গোলে হেরে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হল। যুব বিশ্বকাপে এটাই ব্রাজিলের সবথেকে খারাপ রেজাল্ট। এদিকে, ডি গ্রুপের সেরা হয়েই বিশ্বকাপের পরের রাউন্ডে উঠেছে আর্জেন্টিনা।

ইনিংস-হারের অজুহাত চেজের

টাকা-পরিকাঠামো কিছুই নেই আমাদের

আমেদাবাদ, ৫ অক্টোবর : ভারতের কাছে আড়াই দিনে ইনিংস হারের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রস্টন চেজ আঙুল তুলেছেন তাঁদের দেশের দুর্বল ক্রিকেট পরিকাঠামো ও আর্থিক দুরবস্থার দিকে। তিনি অবশ্য হারের অজুহাত হিসাবে এসব বলেননি। তবে জানাচ্ছেন এর প্রভাব তাঁদের পারফরম্যান্সের উপর পড়েছে।

চেজ বলেছেন, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সিস্টেমে গলদ আছে। ট্রেনিং-সংক্রান্ত বিষয়ে ঘাটতি আছে। আমি একে আমেদাবাদের হারের অজুহাত হিসাবে বলছি না। আমরা খুব খারাপ খেলেছি। আমি বলছি ছেলেদের রান করতে হবে। উইকেট নিতে হবে। কিন্তু যেটা বলছি, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট আর্থিক দৈন্যতায় কাটাচ্ছে। কোনও সাহায্য এলে আমি মনে করি সেটা পরিকাঠামোর উন্নতিতে ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮৯.২ ওভার ব্যাট করেছে। যা নিয়ে অধিনায়কের বক্তব্য হল, তাঁদের ওখানে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি পিচ হয় না।

তাই ছেলেদের মধ্যে বড় ইনিংস খেলার মানসিকতার অভাব রয়েছে। তাছাড়া ক্যারিবিয়ান মাঠের আউটফিল্ডও খারাপ। তাই দুই রান নেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়নি। চেজের আক্ষেপ আমরা ৮০ ওভারও ব্যাট করতে পারিনি। একটা সারাদিন ব্যাট করে ২৫০-৩০০ রানও তুলতে পারিনি। যে কোনও ম্যাচে কেউ যদি আগে ব্যাট করে টেস্টের প্রথম দিনটা খেলতে না পারে তাহলে বিপদ আসতে বাধ্য।

যশস্বীর উপলব্ধি, কোনও কাজ ছোট নয়

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : যশস্বী জয়সোয়ালের যাত্রাপথে অনেক চড়াই-উতরাই ছিল। জন্মেছেন উত্তরপ্রদেশে। ক্রিকেট জীবন মুম্বইয়ে। স্টারডম না হয় এখন তৈরি হয়েছে কিন্তু তার আগে জীবন-জুড়ে ছিল অদম্য জেদ আর লড়াই। এই লড়াই তিনি জয় করেছেন।

একটি পডকাস্ট-এ বাঁহাতি ওপেনারের মুখে শোনা গিয়েছে তাঁর সেই লড়াইয়ের দিনগুলির কথা। স্বপ্নপূরণে কীভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সঙ্গে। শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য ক্লাব টেন্টে রাত্রিবাস করেছেন। বিক্রি করেছেন পানিপুরি। সেসব দিনের কথা মাথায় রেখে যশস্বী এখন উপলব্ধি করছেন, কোনও কাজই ছোট নয়।

তাঁর কথায়, কাকার সঙ্গে কিছুদিন থেকেছিলাম। তারপর মুম্বইয়ের মুসলিম ইউনাইটেড ক্লাবে থাকার সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমাকে ওদের হয়ে খেলতে হয়েছিল। যখন ভাল খেললাম তখন ওরা আমাকে থাকার জন্য জায়গা করে দিয়েছিল।

টেন্টে বাস, পানিপুরি বিক্রি থেকে ক্রিকেট

যশস্বী বলেছেন ক্লাবে থাকার দিনগুলো কঠিন ছিল। তবে সবাই তাঁকে আপন করে নিয়েছিল। পরিবার হয়ে উঠেছিল। প্র্যাকটিসের ফাঁকে সময় পেলে দুটো পয়সার জন্য তাদের রান্নায় সাহায্য করতেন। তাঁর কথায়, এই জীবন আমায় শিখিয়েছিল কোনও কাজই ছোট নয়, যদি তাতে একশো শতাংশ দেওয়া যায়।

মুম্বইয়ের বাঁহাতি জানিয়েছেন, তিনি তাঁর আগ্রাসন কাজে লাগাতে ১০-১৫ মিনিট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। এতে ফোকাস ঠিক থাকে। কখনও ভাল খেললে নিজেকেই উৎসাহ দেন যাতে পরের ম্যাচেও ভাল করতে পারেন।

যশস্বীর বক্তব্য হল, আত্মবিশ্বাস ও অতি-আত্মবিশ্বাসের মধ্যে একটা ব্যালান্স রাখতে হবে। মাঠে আগ্রাসন দেখালেও এটা তাঁর মাথায় থাকে যে কীসে দলের ভাল হবে। কারণ আত্মবিশ্বাস নিজের ভাল করলেও এর বাড়াবাড়ি কিন্তু ক্ষতি ডেকে আনে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতের বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াই ওয়ান ডে সিরিজ জিতবে। দাবি অ্যারন ফিঞ্চের

মাঠে ময়দানে

ক্রান্তি-রিচার দাপটে জয়

ভারত ২৪৭/১০ (৫০ ওভার)
পাকিস্তান ১৫৯/১০ (৪৩ ওভার)

কলম্বো, ৫ অক্টোবর : এশিয়া কাপের ছায়া এবার মেয়েদের বিশ্বকাপেও। ছেলেদের মতো ভারতীয় মেয়েরাও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের অভ্যাস বজায় রাখলেন। এদিনের ৮৮ রানের জয়ের পর, মেয়েদের ক্রিকেটে ১২-০ ফলে এগিয়ে রইল ভারত।

সূর্যকুমার যাদবের মতো হরমনপ্রীত কৌর যে পাক অধিনায়ক ফতিমা সানার সঙ্গে হাত মেলাবেন না, সেটা সবার জানাই ছিল। টসের সময় বেশ কিছুক্ষণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও, ফতিমার দিকে ফিরেও তাকাননি হরমনপ্রীত। তবে এদিন অন্য একটি বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। টস হেরেও ম্যাচ রেফারির ভুলে টস জিতে যান ফতিমা! কয়েন শূন্যে ছুঁড়েছিলেন হরমন। টেল বলেন ফতিমা। কিন্তু কয়েন মাটিতে পড়ার পর, ম্যাচ রেফারি দক্ষিণ আফ্রিকার শান্দ্রে ফ্রিৎজ এগিয়ে গিয়ে বলেন, হেড পড়েছে! ফতিমা তুমি টস জিতেছ! পাক অধিনায়কও সটান বলে দেন, আমরা ফিল্ডিং করব। ম্যাচ রেফারির এই ভুল ধরতে পারেননি হরমনপ্রীতও।

পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সময় মুনিবা আলির রান আউট নিয়েও বিতর্ক। ক্রান্তি গৌরের বলে মুনিবার বিরুদ্ধে এলবিডব্লিউয়ের আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। শর্ট থার্ড ম্যানে দাঁড়ানো দীপ্তি শর্মা বল ধরে এক টিপে উইকেট ভেঙে দেন। মাঠের আম্পায়ার আউট না দিলেও তৃতীয় আম্পায়ার রিপ্লে দেখে মুনিবাকে আউট বলে ঘোষণা করেন। মুনিবা যদিও মাঠ ছাড়তে চাননি। তাঁর দাবি, বল ডেড হয়ে গিয়েছিল। মিনিট তিনেকের নাটকের পর অবশেষে তিনি মাঠ ছাড়েন।

এর আগে ভারত যে স্কোরবোর্ডে আড়াইশোর কাছাকাছি রান তুলেছিল, তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য রিচা ঘোষের। হারলিন দেওল (৬৫ বলে ৪৬), প্রতিকা রাওয়াল (৩৭ বলে ৩১), স্মৃতি মান্ধানা (৩২ বলে ২৩), হরমনপ্রীতরা (৩৪ বলে ১৯) মন্থর গতিতে ব্যাট করেছেন। জেমাইমা রডরিগেজ ৩৭ বলে ৩২ রান করেন। শেষ দিকে রিচা ২০ বলে অপরাজিত ৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস না খেললে, ভারতের রান ২৪৭ হত না। ম্যাচ চলাকালীন পোকার উপদ্রবও ভুগিয়েছে দুই দলের ক্রিকেটারদের। যার জেরে ভারতের ব্যাটিংয়ের সময় প্রায় ১৫ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল।

রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানের হয়ে একা কুম্ভের মতো লড়ে গেলেন সিদরা আমিন। ১০৬ বলে ৮১ রান করে তিনি আউট হন। এছাড়া নাতালিয়া পারভেজের ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। দুরন্ত বল করলেন ক্রান্তি। ভারতীয় পেসার ২০ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন। তিন উইকেট নিলেন দীপ্তি শর্মাও। স্নেহ রানার ঝুলিতে ২ উইকেট।

তিন উইকেটে ক্রান্তির। চার মারছেন রিচা। রবিবার কলম্বোয়।

আই লিগ নিয়ে আজ জরুরি সভা

প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও ভারতীয় ফুটবল নিয়ে এখনও অচলাবস্থা পুরোপুরি কাটেনি। আইএসএলের নতুন বাণিজ্যিক স্বত্বের জন্য এখনও দরপত্র আহ্বান করতে পারেনি এআইএফএফ। সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদিত সংশোধিত গঠনতন্ত্র কার্যকর করার জন্য আগামী ১২ অক্টোবর বিশেষ সাধারণ সভা বৈঠক ডেকেছে ফেডারেশন। ফিফার শাস্তি এড়াতে ৩০ অক্টোবরের চূড়ান্ত সময়সীমার মধ্যে গঠনতন্ত্র কার্যকর করাটাও জরুরি। সেই বৈঠকের পরেই দরপত্র ছাড়ার ব্যাপারটা চূড়ান্ত হতে পারে বলে দিল্লি থেকে ফোনে জানালেন ফেডারেশন সচিব এম সত্যনারায়ণ। তবে আই লিগ নিয়ে আশার আলো দেখছে ক্লাবগুলি। সোমবার লিগের দলগুলিকে নিয়ে জরুরি ভার্চুয়াল মিটিং ডেকেছে ফেডারেশন।

আজকের বৈঠকে থাকবে আই লিগে এবার বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি ডায়মন্ড হারবার এফসি। সব দলগুলিকেই মিটিংয়ের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ফেডারেশন কী বলছে আগে আমরা শুনব। তারপর আমাদের বক্তব্য জানাতে পারি। ডায়মন্ড হারবারের মতো বাকি ক্লাবগুলিও তাকিয়ে সোমবারের সভার দিকে। অন্যবার আইএসএল শুরু হয়ে যায় সেপ্টেম্বরে। আই লিগ অক্টোবরের শেষে। এবার চুক্তি-জটে সবটাই ঝুলে। প্রশ্ন উঠছে, আই লিগের স্বত্ব ফেডারেশনের। তাহলে সেটা সময়ে কেন শুরু করতে পারছে না?

আপুইয়াদের ছাড়াই সিঙ্গাপুর যাচ্ছে ভারত

খালিদের ক্লাসে সুনীলরা। বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি।

প্রতিবেদন: বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে সোমবার সকালে সিঙ্গাপুর রওনা হচ্ছে খালিদ জামিলের ভারত। কাফা নেশনস কাপে সুনীল ছেত্রী এবং মোহনবাগান ফুটবলারদের ছাড়াই তৃতীয় স্থান পায় খালিদের দল। কিন্তু এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য অভিজ্ঞ সুনীল, সন্দেশ-সহ বেশ কয়েকজন সিনিয়রকে স্কোয়াডে রাখলেও মোহনবাগানের অপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপা, মনবীর সিং কেন নেই, তা নিয়ে স্পষ্ট কারণ জানা যায়নি। মনবীর অবশ্য সদ্য চোট কাটিয়ে উঠেছেন।

২৩ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন বাঙালি স্ট্রাইকার রহিম আলিও। অনেকদিন পর তিনি ফিরলেন সিনিয়র ভারতীয় দলে। শুভাশিস বোস নেই। জাতীয় দলে আপাতত একমাত্র বাঙালি রহিম। দলে মোহনবাগানের তিন ফুটবলার লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদ ও দীপক টাংরি। ইস্টবেঙ্গলের নাওরেম মহেশ ও আনোয়ার আলি।

খালিদের আসল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে এই ম্যাচ দিয়েই। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে প্রথমে অ্যাওয়ে ম্যাচ (৯ অক্টোবর) এবং পরে ঘরের মাঠে (১৪ অক্টোবর) ফিরতি লড়াই জিততে না পারলে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে সুনীলদের। যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ 'সি'-তে চার দলের মধ্যে সবার শেষে রয়েছে ভারত। দুই ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট সুনীলদের। প্রত্যেকে দুটি ম্যাচ খেলেছে। হংকং ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। সুনীল, ছাঙতেদের কাছে সুযোগ ভারতের থেকে ফিফা ক্রমতালিকায় ২৪ ধাপ পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবলের ছবিটা বদলে দেওয়ার। খালিদ বলছেন, এখনও চারটি ম্যাচ বাকি। তবে সিঙ্গাপুর ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এত তাড়াহুড়ো কেন? রোহিতের পাশে কাইফ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : রোহিত শর্মাকে সরিয়ে তাড়াহুড়ো করে শুভমন গিলকে একদিনের দলের অধিনায়ক করে দেওয়ায় নির্বাচকদের একহাত নিলেন মহম্মদ কাইফ। এক ভিডিও বার্তায় প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, ভারতে অনেকেই নিজের কেরিয়ার টেনে লম্বা করে। রোহিত সেটা করেননি। ও প্লেয়ার তৈরি করেছে। মেন্টর হিসাবে তাদের শিক্ষা দিয়েছে যাতে তারা চাপের মধ্যে ভাল খেলে। কিন্তু আমরা রোহিতকে একটা বছরও দিতে পারলাম না! ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ওকে সরিয়ে দেওয়া হল। শুভমন তরুণ। ভালই করবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে ওকে নেতা করার কোনও দরকার ছিল না। নির্বাচক প্রধান আগারকর অবশ্য আগেই বলেছেন, তিন ফর্ম্যাটে তিন অধিনায়ক করা যাচ্ছে না। আমাদের পরের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রাখতে হয়েছে। সামনে খুব বেশি ম্যাচ নেই। তাই পরের লোককে তৈরি হতে সময় দিতে হবে। তবে আগারকরের এই বক্তব্য প্রাক্তনদের অনেকেই মানতে চাননি।

খাদ্যে বিষক্রিয়া অস্ট্রেলিয়া দলের

হেনরি থর্নটন।

কানপুর, ৫ অক্টোবর : ভারত সফর করছে অস্ট্রেলিয়া এ দল। আর সেই দলের চার ক্রিকেটার খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে পেসার হেনরি থর্নটনকে তো হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। দুদিন পর তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। অস্ট্রেলিয়া শিবির এর জন্য টিম হোটেলের খাবারকে দায়ী করছে।

যদি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিসিসিআইয়ের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া দলকে যে হোটেলে রাখা হয়েছে, সেটা কানপুরের সেরা হোটেলগুলোর একটি। আর যদি হোটেলের খাবার খেয়ে ফুড পয়জনিং হত, তাহলে তো গোটা দলই অসুস্থ হয়ে পড়ত।

যদিও এই ঘটনার পর বাড়তি সতর্ক অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট। তারা দলের খাদ্য তালিকায় অনেক বদল করেছে। হোটেলের রান্না নিয়েও নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে। এই ঘটনায় দলের অনুশীলনেও ব্যাঘাত ঘটেছে বলে অস্ট্রেলিয়া দলের তরফ থেকে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে বিসিসিআইও বেশ বিব্রত। চার অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারের অসুস্থতার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজীব শুক্লা আরও বলেন, কানপুরে খুব বেশি পাঁচ তারা হোটেল নেই। তাই সমস্যা হয়। আমাদের তিনশোটার মতো ঘর লাগে। সেটা এখানে নেই। তবে হোটেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়েছে বলে আমি মানতে রাজি নই। ওরা নিশ্চয়ই অন্য জায়গা থেকে খাবার এনে খেয়েছিল।

জয়ী বাংলা

নারাইনপুর: ৩০তম জাতীয় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচে ড্র করার পর টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার। রবিবার ছত্তিশগড়ের নারাইনপুরে তামিলনাড়ুকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে সেমিফাইনালের পথে সঙ্গীতা বাসফোররা। আগের ম্যাচে ওড়িশাকে হারিয়েছিল বাংলার মেয়েরা। এদিন বাংলার হয়ে তিনটি গোল করেন রিম্পা হালদার, সুলঞ্জনা রাউল ও সঙ্গীতা। এই জয়ে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষেই বাংলা। শেষ ম্যাচে আয়োজক ছত্তিশগড়কে হারিয়ে গ্রুপ সেরা হয়েই শেষ চার নিশ্চিত করতে চান সঙ্গীতারা।

সামনে চিন

নয়াদিল্লি: সাফ চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব ১৭ ভারতীয় দল আগামী সপ্তাহে ৮ ও ১০ অক্টোবর দুটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে চিনের বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় বেজিং পৌঁছবে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল। তবে ম্যাচ দুটি ক্লোজড ডোরে হবে। নভেম্বরে এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাইপর্বের প্রস্তুতি হিসেবে চিনের বিরুদ্ধে এই দুটি ম্যাচ খেলবে যুব ভারত।

মাঠে ময়দানে
6 October, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইরানি কাপের শেষদিনে যশ ধুল আউট হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে বচসায় জড়ান বোলার যশ ঠাকুর। পরিস্থিতি সামাল দিতে হল আম্পায়ারদের

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ জয়ই এখন লক্ষ্য শুভমনের

আমেদাবাদ, ৫ অক্টোবর : ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ ২-২ করে এসেছেন। এবার একদিনের দলের অধিনায়ক হয়ে শুভমন গিল জানালেন তাঁর আসল লক্ষ্য হল দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ জিতে ফেরা।

শনিবার রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শুভমনকে একদিনের দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। তিনিই দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন। যে দলে রয়েছেন অপসারিত অধিনায়ক রোহিত ও প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ায় ভারত তিনটি একদিনের ম্যাচ ও পাঁচটি টি ২০ ম্যাচ খেলবে। টি ২০-তে শুভমন সূর্যকুমার যাদবের ডেপুটি হিসাবে কাজ করবেন।

দল নির্বাচনের পর শুভমনের একটি ভিডিও বোর্ড প্রকাশ করেছে। তাতে তিনি বলেছেন, আমি খুব আনন্দিত। ছোটবেলায় সবাই যখন খেলা শুরু করে তখন মাথায় ঘোরে দেশের হয়ে খেলতে হবে। আর সেটা দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেটে। এরকম একটা সম্মান পেয়ে আমি খুব খুশি। আর এটা আমার কাছে খুব বড় দায়িত্বও।

সৌরভ, ধোনি, বিরাট, রোহিতের জুতোয় পা গলিয়েছেন শুভমন। তিনি তাই ভালই জানেন এটা তাঁর জন্য বিশাল দায়িত্ব। পরের বিশ্বকাপের এখনও দুবছর বাকি। কিন্তু শুভমন একদিনের দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর এখন থেকেই তার রোডম্যাপ তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বোর্ডের ভিডিওতে তিনি বলেছেন, একদিনের ক্রিকেটে আমরা অনেক ভাল ফল করেছি। সেই দলের দায়িত্ব নেওয়া আমার কাছে বড় সম্মান।

এরপর নিজের কথা টেনে নতুন অধিনায়ক বলেন, আমি এতে গর্বিত। আশা করি এই দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে পারব। বিশ্বকাপের আগে গোটা কুড়ি একদিনের ম্যাচ পাব। আর আমার আল্টিমেট লক্ষ্য হল দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ জয়। এখন থেকে যত ম্যাচ আমরা খেলব, আর যাদের নিয়ে এইসব ম্যাচ খেলব, সবকিছুতেই চোখ থাকবে ২০২৭ বিশ্বকাপের দিকে। যাতে আমরা বিশ্বকাপে প্রস্তুত হয়ে নামতে পারি।

বিশ্বকাপে রো-কো জুটিকে দেখছি না

লন্ডন, ৫ অক্টোবর: রোহিত শর্মাকে ভারতীয় ওয়ান ডে দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে চর্চা চললেও বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিচ্ছেন ক্রিকেটমহলের অনেকেই। ডেভিড গাওয়ারের মতো প্রাক্তন ইংরেজ তারকা সরাসরি জানিয়েও দিলেন, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে তিনি পরের বিশ্বকাপে দেখছেন না। ওয়ান ডে দলের নেতৃত্ব পাওয়াটা শুভমন গিলের কাছে খুব ভাল সুযোগ।

২০২৭ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আসর বসবে। দুবছর অনেকটা সময়। এই সময়ের মধ্যে নিজেদের শারীরিকভাবে

সোজাসাপটা গাওয়ার

ফিট রাখার পাশাপাশি ম্যাচ ফিট থাকাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রেলিয়া সফরের দল ঘোষণা করে নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলে নিজেদের তৈরি রাখতে হবে। কিন্তু সেটা কি যথেষ্ট? ওয়ান ডে যে এখন বেশি হয় না! গাওয়ার বলছেন, মাত্র একটা ফরম্যাটে ওরা খেলছে। এখন ৩৭-৩৮ বছর বয়স দুজনের। দুবছর পর ওরা প্রায় চল্লিশে। দুই মরশুমে দুটো আইপিএল আর কিছু ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ খেলে বদলে যাওয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের উপযোগী ফর্ম ও ফিটনেস ধরে রাখাটা দুজনের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আমি তো বিরাট এবং রোহিতকে ২০২৭ বিশ্বকাপে দেখছি না। ঋষভ পন্থ চোটপ্রবণ। তাই গিলই ভারতের ভবিষ্যৎ। তরুণ নেতা। এটাই ওর কাছে সেরা সুযোগ ভারতকে অনেক সাফল্য এনে দেওয়ার। রোহিতকে সরিয়ে শুভমনকে ওয়ান ডে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য মদন লাল। তিনি বলেছেন, দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত। গিল বিশ্বকাপের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। এখন দেখার গিলের অধীনে রোহিত কেমন খেলে!

ধোনির নেতৃত্বে খেলিনি, আফসোস রয়েছে সূর্যর

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : কখনও এমএস ধোনির নেতৃত্বে খেলেননি। তবে বিপক্ষে খেলার সময় তাঁকে দেখে যতটা সম্ভব শিখেছেন। বললেন সূর্যকুমার যাদব। ২০২১-এ আমেদাবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে প্রথম ম্যাচ খেলেন সূর্য। আর খুব দ্রুত আনঅর্থোডক্স স্ট্রোক প্লে-তে ক্রিকেট দুনিয়ায় পরিচিতি পেয়ে যান। এবি ডি'ভিলিয়ার্সের মতো তাঁকেও এখন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ব্যাটার বলা হয়। ২০১০-এ মুম্বইয়ের হয়ে খেলা শুরু করে সূর্যর ইন্টারন্যাশনাল কল এসেছিল অনেক দেরিতে। গত বছর রোহিত টি ২০ নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে তাঁকে ভারতের অধিনায়ক করা হয়েছে।

জিটো কানেক্ট ২০২৫-এ কথা বলতে গিয়ে সূর্য জানান, ধোনি ভারতের অধিনায়ক থাকার সময় ওর নেতৃত্বে খেলার সুযোগ খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। তবে প্রতিপক্ষ দলে খেলার সময় ওকে স্ট্যাম্পের পিছনে দেখেছি। ঠান্ডা মাথার মানুষ। শত চাপেও রিল্যাক্সড। উনি সবকিছু দেখেন। পরিস্থিতি বোঝেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর সূর্য বিরাটকে হার্ড টাস্ক মাস্টার বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথায়, বিরাট ভাইয়ের নেতৃত্বে আমার অভিষেক হয়েছিল। ওর এনার্জির কোনও শেষ নেই। মাঠে এবং বাইরে সর্বত্র এক ব্যাপার। সবাইকে আরও ভাল করার জন্য তাড়িয়ে বেড়ায়। বিরাট ভাই আসলে সবার থেকে সেরাটা বের করে আনতে চেয়েছে। ও সবার থেকে আলাদা।

সূর্য অবশ্য অধিনায়ক হিসাবে সবথেকে বেশি পেয়েছেন রোহিতকে। দেশের হয়ে তো বটেই, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়েও। সূর্য বলেন, রোহিত ভাইয়ের নেতৃত্বে আমি সবথেকে বেশি খেলেছি। রোহিত ভাই আশপাশের সবাইকে স্বস্তিতে থাকার সুযোগ করে দেয়। নতুনদের কাছে প্রেরণা। ওর দরজা ২৪ ঘণ্টা সবার জন্য খোলা থাকে। এটা একটা আলাদা গুণ, যা আমি ওর কাছ থেকে শিখেছি। আমি অবশ্য অন্য অধিনায়কদের থেকেও অনেক কিছু শিখেছি।

কাপ বিদর্ভের

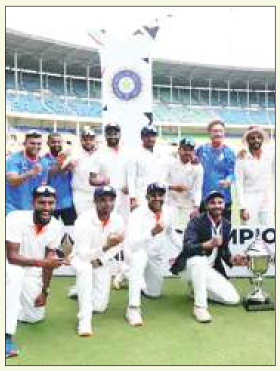

নাগপুর ৫ অক্টোবর : রঞ্জি ট্রফির পর এবার ইরানি কাপও জিতল বিদর্ভ। রবিবার তারা ৯৩ রানে হারিয়েছে অবশিষ্ট ভারতকে। জেতার জন্য ৩৬১ রান তাড়া করতে নেমে, গতকাল দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান তুলেছিল অবশিষ্ট ভারত। এদিন তাদের ইনিংস গুটিয়ে যায় ২৬৭ রানে। যশ ধুল সর্বোচ্চ ৯২ রান করেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মানব সুতারের অপরাজিত ৫৬ রান। বিদর্ভের বোলারদের মধ্যে হর্ষ দুবে ৪টি উইকেট দখল করেন। ২টি করে উইকেট নেন আদিত্য ঠাকুর ও যশ ঠাকুর।

কোচের প্রিয় হর্ষিত, কটাক্ষ শ্রীকান্তের

চেন্নাই, ৫ অক্টোবর : এশিয়া কাপে সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ। এরপরও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ওয়ান ডে এবং টি ২০ দুই দলেই হর্ষিত রানা সুযোগ পাওয়ায় তাঁকে কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রিয়পাত্র বলে কটাক্ষ করলেন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত। ধারাবাহিকতা না থাকা সত্ত্বেও দিল্লির পেসার যেভাবে গম্ভীরের সমর্থন পেয়ে যাচ্ছেন, তা নজর এড়ায়নি ’৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী তারকার। শ্রীকান্তের কটাক্ষ, গম্ভীরের প্রিয় ক্রিকেটার বলেই শুভমন গিলের পর দলে রানার নাম থাকাটা সবসময় নিশ্চিত।

জসপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান ডে দলে নেওয়া হয়েছে হর্ষিতকে। এই বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে-তে অভিষেক হয় কেকেআর পেসারের। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেছেন, জাতীয় দলে হর্ষিত রানা স্থায়ী সদস্য। কারণ, ও গৌতম গম্ভীরের প্রিয়পাত্র। শুভমন গিলের পর সবসময় ওর দলে নাম থাকাটা তাই নিশ্চিত। শ্রীকান্ত প্রশ্ন তুলেছেন নীতীশ রেড্ডির অন্তর্ভুক্তি নিয়েও। প্রাক্তন তারকা বলেন, ওয়ান ডে দলে কেন নীতীশ? হার্দিক না থাকায় ওকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় খেলার অভিজ্ঞতা আছে বলে। কিন্তু হার্দিকের উপযুক্ত পরিবর্ত হল রবীন্দ্র জাদেজা, নীতীশ নয়। ও তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলেও ছিল না। তবু ওকে নিল!